বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>276 >>03 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৬ >> << ০৩রা, শ্রাবণ ১৪৩০>>

আইসিসির পরোয়ানা এড়াতে কি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনে যাচ্ছেন না পুতিন

জোহানেসবার্গ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস সম্মেলনে যাচ্ছেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজ বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুতিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে কয়েক মাসের জল্পনাকল্পনার অবসান হলো।

ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে পুতিনের এ সফর নিয়ে কূটনৈতিকভাবে বেশ অস্বস্তির মধ্যে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা আইসিসির সদস্যদেশ। সেই হিসেবে পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পা রাখলে আন্তর্জাতিক আদালতের পরোয়ানা বাস্তবায়ন করা প্রিটোরিয়ার ঘাড়ে বর্তায়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার কার্যালয়ের মুখপাত্র ভিনসেন্ট ম্যাগওয়েনিয়া বলেন, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রুশ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এই সম্মেলনে যোগ দেবেন না। তবে সম্মেলনে রুশ ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

ভিনসেন্ট ম্যাগওয়েনিয়া বলেন, গত কয়েক মাসে প্রেসিডেন্ট রামাফোসা নানা পর্যায়ে 'কয়েক দফা' সলাপরামর্শের পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট 'গতকাল রাতে' নানা পর্যায়ে সলাপরামর্শ করেন।

ব্রিকস গ্রুপের বর্তমান সভাপতি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন। ব্রিকসকে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিপক্ষে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে।

আগামী ২২ থেকে ২২ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে পুতিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পর দেশেবিদেশে ব্যাপক চাপের মধ্যে রয়েছে প্রিটোরিয়া। ভিনসেন্ট ম্যাগওয়েনিয়া বলেন, প্রেসিডেন্ট রামাফোসা আত্মবিশ্বাসী যে ব্রিকস সম্মেলন সফল হবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত ও মহাদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় আতিথেয়তার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বেআইনিভাবে ইউক্রেনে রাশিয়ার দখল করা অঞ্চলগুলো থেকে শিশুদের রাশিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আইসিসি এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত শহরে প্রবেশের পর তাদের হেফাজতে যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক

নিউ ইয়র্ক ঃ মঙ্গলবার জয়েন্ট সিকিউরিটি এরিয়া বা জেএসএতে দুই কোরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করার পর যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক উত্তর কোরিয়ার হেফাজতে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কোরীয় যুদ্ধের বিরতি বজায় রাখার জন্য সীমান্ত গ্রামে অবস্থিত একটি বহুজাতিক সামরিক বাহিনী জাতিসংঘ কমান্ড বলেছে, এটি ঘটনাটি সমাধান করতে উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে কাজ করছে। তারা নিশ্চিত করেছে যে,ওই ব্যক্তি জেএসএ ওরিয়েন্টেশন সফরে ছিল। উচ্চ চাপে থাকা সীমান্ত শহরে দুই পক্ষের কোনো গুলি বিনিময় হয়নি। ওই শহরে দুই কোরিয়ার সেনারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সীমান্ত পাহারা দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর নির্ভরযোগ্য সূত্রের মতে, যে আমেরিকান ব্যক্তি সীমান্ত অতিক্রম করেছে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন সৈনিক। ইউনাইটেড স্টেটস ফোর্সেস কোরিয়ার সাথে তিনি অবস্থান করছিলেন। একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পারমাণবিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সাবমেরিন দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে পৌঁছোনোর পর তাদের সামরিক বাহিনী উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য উস্কানির জন্য উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে। ইউএসএস কেন্টাকি ১২ হাজার কিলোমিটার পাল্লার ট্রাইডেন্ট টু ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে সক্ষম। এটির আগমন একটি প্রতীকী পদক্ষেপ যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হামলার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে থাকবে। মঙ্গলবার সিউলে এক সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউস ইন্দো-প্রশান্ত সাগরীয় সমন্বয়কারী কার্ট ক্যাম্পবেল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের কয়েক দশকের মধ্যে এটিই প্রথম সফর।

ভারতে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে কংগ্রেস-তৃণমূল বড় সমঝোতা ¯ মমতা বন্দোপাধ্যায় বললেন, আমাদের ফেভারিট রাহুল গান্ধী

বেঙ্গালুরু ঃ মঙ্গলবার ১৮ জুলাই ভারতের কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে বিজেপি বিরোধী মঞ্চের ছবি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অংশ থেকে রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য অনুযায়ী এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জাতীয় স্তরে মোদী বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূল আগামী দিনে থেকে একসঙ্গে চলবে। তবে রাজ্যস্তরে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সমীকরণের সঙ্গে এই সমঝোতাকে এক না। এই বোঝাপড়ার সবটাই হল সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্য। কংগ্রেস যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুত্ব দিচ্ছে তা সোমবার ১৭ জুলাই সন্ধ্যাতেই বোঝা গিয়েছিল। সোমবার নৈশভোজের বৈঠকে যাওয়ার কথা ছিল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বেঙ্গালুরুতে গিয়েছেন ঠিকই, তবে তাঁকে বেশি চলাফেরা করতে নিষেধ করেছেন ডাক্তাররা। কিন্তু সংবাদ সূত্রের খবর, সনিয়া গান্ধী ডিকে শিবকুমারকে মমতার কাছে পাঠিয়ে বার্তা দেন যে তাঁকে নৈশভোজে আসতেই হবে। মঙ্গলবারের বৈঠক মঞ্চে দেখা গেল, সনিয়া গান্ধীর পাশেই বসার আসন রাখা হয়েছে মমতার। আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসেছেন রাহুল। এই বৈঠক শেষ হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তৃতায় যেভাবে গান্ধী পরিবারের তরুণ প্রজন্মকে সম্মোধন করেছেন, তাও নজর করার মতই। মমতা বলেন, 'আমাদের ফেভারিট রাহুল।' ছ'মাস আগেও কংগ্রেস সম্পর্কে প্রকাশ্যেই সমালোচনা করত তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলত কংগ্রেস। জয়রাম রমেশরা বলতেন, গোয়া, মেঘালয়ে ভোটে লড়ে তৃণমূল আসলে বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে। আর তৃণমূলের তরুণ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলতেন, কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটাই ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমাদের গোয়া, মেঘালয়ে লড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের নেতারা এও বলতেন যে কংগ্রেসের সত্তর বছরের হ্যাংওভার এখনও কাটেনি। 'বিগ ব্রাদার'-এর মতো আচরণ করে। প্রকৃত বোঝাপড়া করতে চাইলে এই দাদাগিরির মনোভাব ছাড়তে হবে। মঙ্গলবারের বৈঠকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই দেখা গিয়েছে যে কংগ্রেস অনেক বেশি নমনীয়তার বার্তা দিয়েছে। মল্লিকার্জুন খাড়্গে এদিনের বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নন। বরং দেখা গিয়েছে, শরিক দলের নেতৃবৃন্দ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, এম কে স্ট্যালিনকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়েছেন সনিয়া-রাহুল। সাবেক জাতীয় দলের এহেন আচরণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, এবার প্রকৃত লড়াই হবে। নতুন জোটের নাম রাখা হয়েছে ইন্ডিয়া। আমরাই প্রকৃত ভারত। এনডিএর ক্ষমতা থাকলে এই ইন্ডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দেখাক। তাঁর কথায়, এবার জিতবে ইন্ডিয়া, হারবে বিজেপি।

বিক্ষোভ

'সর্বোচ্চ নেতা' হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে

আফগানিস্তানে বিউটি পারলার বন্ধের প্রতিবাদে নারীদের বিক্ষোভ

কাবুল ঃ আফগানিস্তানে বিউটি পারলার বন্ধের প্রতিবাদে আজ বুধবার রাজধানী কাবুলে বিক্ষোভ করেছেন নারীরা। এ সময় নিরপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ফাঁকা গুলি ও হোসপাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেন।

অনেক পরিবারেরই একমাত্র আয়ের পথ বিউটি পারলার। কিন্তু গত মাসে দেশজুড়ে থাকা হাজারো পারলার বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় ক্ষমতাসীন তালেবান। এই পারলার ছিল নারীদের জন্য বাড়ির বাইরে সামাজিক যোগাযোগের খুব কম সুযোগের একটি। আজ কাবুলের বুচার স্ট্রিটে বিক্ষোভে একজনের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'আমার রুটি, জল বন্ধ করবেন না।'

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে নারী ও শিশুদের মাধ্যমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিষিদ্ধ করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় নারীদের পার্ক ও ব্যায়ামাগারে যাওয়া। এমনকি নারীদের বোরকা ছাড়া প্রকাশ্যে না আসতেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

আফগানিস্তানে জনবিক্ষোভের ঘটনা খুব কম হয়, আর হলেও নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু এ অবস্থায়ও এএফপি দেখেছে, আজ প্রায় ৫০ জন নারী জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন, যা দ্রুতই নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে পড়ে।

বিক্ষোভকারীরা পরে সাংবাদিকদের ভিডিও ও ছবি সরবরাহ করেন। সেখানে দেখা যায়, নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে হোসপাইপ দিয়ে সজোরে পানি ছিটাচ্ছে। ভিডিওতে বিক্ষোভ চলাকালে ফাঁকা গুলির শব্দও শোনা যায়।

এক পারলারকর্মী এএফপিকে বলেন, 'আজকে আমরা আলোচনা ও সমঝোতার জন্য এই প্রতিবাদের আয়োজন করেছি। কিন্তু আজ কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে, আমাদের কথা শুনতে আসেনি। তারা আমাদের গুরুত্বই দেয়নি। উল্টো ফাঁকা গুলি ও জলকামান থেকে পানি ছুড়ে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।'

গত জুন মাসে নীতি ও নৈতিকতাবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিউটি পারলারগুলো বন্ধ করতে এক মাসের সময় বেঁধে দেয়। তাদের ভাষ্য, এই সময়ের মধ্যে স্যালুনগুলো তাদের কাছে মজুত থাকা প্রসাধনীর ব্যবহার শেষ করতে পারবে।

মন্ত্রণালয় এই আদেশের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে, রুপচর্চায় এত অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া পারলারগুলোতে এমন কিছু সেবা দেওয়া হয়, যা অনৈসলামিক।

এ ছাড়া বেশি সাজগোজ থাকলে নারীদের অজু ঠিকভাবে হয় না। অন্যদিকে কৃত্রিম চোখের পাপড়ি এবং চুল প্রতিস্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল।

আদেশের একটি অনুলিপি এএফপির হাতে এসেছে। সেখানে বার্তা সংস্থাটি দেখেছে, আদেশটি 'সর্বোচ্চ নেতা' হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে।

গত ২০ বছরে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী থাকার সময় কাবুলসহ দেশটির অন্যান্য শহরে প্রচুর বিউটি পারলার গড়ে ওঠে। এটি নারীদের জন্য পুরুষদের বাইরে গিয়ে একসঙ্গে হওয়ার ও নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের নিরাপদ স্থান হয়ে ওঠে। পাশাপাশি নারীদের ব্যবসা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

ইউক্রেনীয় শস্য চুক্তি বাতিল করায় দাতাগোষ্ঠীর নিন্দা

ইস্তাম্বুলঃ সক্রিয়বাদী গোষ্ঠীগুলো সোমবার সতর্ক করেছে যে রুশ সরকার কৃষ্ণ সাগরের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি চুক্তি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করায়, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইউক্রেনীয় বন্দর থেকে তুরস্ক হয়ে ভূমধ্যসাগরে শস্য বহন করে নিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেয়ার চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে, রাশিয়া প্রকারান্তরে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শস্য উৎপাদক দেশের, বিশ্ব বাজারে শস্য সরবরাহ করা বন্ধ করে দিয়েছে। রাশিয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতা কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গুতেরেস এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তারা গত বছর এই চুক্তি সম্পাদনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। গুতেরেস সোমবার বলেন, রুশ ফেডারেশন কৃষ্ণ সাগর উদ্যোগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত থাকার ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে।আর, বিশ্বজুড়ে ভোক্তারা ইতোমধ্যে জীবনযাপনের খরচ বেড়ে যাওয়ার সংকটে ভুগছেন তাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে। টুইটারে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লেইয়েন লিখেন, জাতিসংঘ ও তুরস্কের পদক্ষেপ স্বত্বেও, রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর শস্য উদ্যোগ বাতিলের এমন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের প্রতি আমি তীব্র নিন্দা জানাই।

বাজার দর

SENSEX : 67097.44 +302.30
NIFTY : 19833.15 +83.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 ^{0}c	24.00 ^{0}c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .13 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

দলের সংস্কার কর্মসূচী থেকে পিছপা না হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন পদপ্রত্যাশী থাই প্রধানমন্ত্রী

থাইল্যান্ড ঃ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রত্যাশী পিটা লিমজারোয়েনরাত মঙ্গলবার বলেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে তার মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির উচ্চাভিলাষী সংস্কার অভিযানের গতি সামঞ্জস্য করতে তিনি ইচ্ছুক, তবে রাজতন্ত্রের অবমাননা নিষিদ্ধ, এমন আইনটি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা থেকে পিছু হটবেন না বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের মতো থাইল্যান্ডের সংসদে ভোট হতে যাচ্ছে। ভোটাভুটির প্রাক্কালে দেশটির শীর্ষ পদে জয়লাভ প্রত্যাশী পিটা, বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাথে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে, তার ক্ষমতা গ্রহণের পথ অবরুদ্ধ করার সামরিক সংস্থার প্রচেষ্টাকে ভাঙা রেকর্ড বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ জনসাধারণের সাথে থাইল্যান্ডও একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ৪২ বছর বয়সী পিটা বুধবার প্রধানমন্ত্রী হবার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বারের মতো সংসদীয় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গত সপ্তাহে দেশটির সংসদে প্রথম ভোট হয়। এতে পিটা প্রধানমন্ত্রী হতে প্রয়োজনীয় ভোট পেতে ব্যর্থ হন। প্রধানমন্ত্রী হতে তাঁর সংসদের মোট সদস্যদের অর্ধেকের বেশি ভোটের দরকার ছিল। তিনি বলেন, এটা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল, একই জিনিস, একই ভেন্যু। ভাঙা রেকর্ড। কিন্তু যুগের অনুভূতি বদলে গেছে। আগামীকাল যাই ঘটবে ঘটুক, তা সত্ত্বেও সমাজে অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তারা নতুন কিছু চায়, তাদের দাবী একেবারেই নতুন কিছু একটার। মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি ব্যাহতকারী, প্রতিষ্ঠা বিরোধী সংস্কার এজেন্ডার জন্য ব্যাপক যুব সমর্থন অর্জন করেছে এবং গত ১৪ মে নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে বিস্ময়করভাবে বিজয়ী হয়েছিল, যা প্রায় এক দশকের রাজকীয় সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত বা সমর্থিত সরকারকে একটি শক্তিশালী প্রত্যাখ্যান হিসাবে দেখা হয়েছিল। নির্বাচনের পর নতুন প্রধানমন্ত্রী বেছে নিতে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে প্রথম ভোট হয়। সেই ভোটে ২৪৯ জন সিনেটরের মধ্যে মাত্র ১৩ জনের সমর্থন পেয়েছিলেন পিটা। মঙ্গলবার, তাঁকে নয়, গণতন্ত্রের নীতির প্রতি ভোট দিতে তিনি আইন প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু, বুধবার আবারও প্রধানমন্ত্রী পদে পিটার দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন চ্যালেঞ্জ করতে পারেন বেশ কিছু সিনেটর। তাঁরা যুক্তি দিতে পারেন, যিনি প্রথমবার সংসদে অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাকে দ্বিতীয়বার আর মনোনয়ন দেয়া উচিত হবে না। একই দিনে, একটি মামলা আমলে নেওয়ার কথা দেশটির সাংবিধানিক আদালতের। ওই মামলায় পিটার বিরুদ্ধে শেয়ারের ব্যাপারে নির্বাচনী নিয়মভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ভোটারদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার প্রতি এখনো অটল আছি... রাজনীতির ঊর্ধ্বে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এই দেশে শাসনের এটাই একমাত্র বিকল্প।

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ঠাকুরনগরে মদ তৈরি কারখানা সামনে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসীরা

শিলিগুড়ি ঃ বৃষ্টিতে মদ তৈরির কারখানার দেওয়াল ভেঙে কারখানার ভেতরের নোংরা জল এলাকার বাড়িগুলিতে প্রবেশ করছে। বৃহস্পতিবার ঘটনার জেরে কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।বুধবার রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ঠাকুরনগর এলাকার একটি মদ তৈরির কারখানার দেওয়ালের একাংশ ভেঙে যায়।যে কারণে কারখানার ভেতরের নোংরা জল এলাকায় থাকা বাড়িগুলিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরপর থেকেই দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ে এলাকাবাসীদের।পাশাপাশি স্থানীয়দের অভিযোগ, বাড়িগুলিতে থাকা কুয়োতেও প্রবেশ করছে এই বিষাক্ত নোংরা জল।এছাড়াও নোংরা জল হাতে-পায়ে লেগে চর্মরোগেরও আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয়রা আরও জানান, এর আগেও বিষয়টি এই কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল।তবে তারা কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দীর্ঘক্ষণ মদ তৈরির কারখানার সামনে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এনজেপি থানার পুলিশ।পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাতভর বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি, জল জমে যাতায়াতের চরম দুর্ভোগে বাসিন্দাদের

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঘন কালো মেঘে ঢাকা গোটা আকাশ। সকাল থেকেই অনবরত ঝিরিঝিরি বৃষ্টি।রাস্তাঘাট একেবারেই অনেকটা শুনশান বলা চলে।যানবাহন চলাচলে অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন। দিনের আলোতেও আলো জ্বালিয়ে চলছে গাড়ি। তবে দিনভর যদি একই রকম পরিস্থিতি চলতে থাকে তাহলে হয়তো বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে জেলায়। জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশ কিছু এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার দরুন বেশ কিছু জায়গায় জল জমে গেছে। যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ বলে অভিযোগ করেন বাসিন্দারা।এরই পাশাপাশি সদর ব্লকের বেশ কিছু গ্রাম্য এলাকায় বৃষ্টিতে জল জমে যাতায়াতের চরম দুর্ভোগ। বেশকিছু এলাকায় জল জমে থাকার ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল জানান, অতি ভারী বৃষ্টি কিছু জায়গায় জল জমার খবর রয়েছে। বৃষ্টি কমলে জল নেমে যাবে। এই সমস্যার যাতে দ্রুত সমাধান হয় আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কর্মীরা অনবরত কাজ করে চলেছেন। যাতে জল খুব দ্রুত নেমে যায়।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগালো দুস্কৃতীরা। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আগুন নেভায়

মালদা তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগালো দুস্কৃতীরা। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আগুন নেভায়। গভীর রাতে কেউ বা কারা আগুন লাগায়। তবে কংগ্রেসের আশ্রিত দুস্কৃতীরাই ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। মালদার নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দিপুর গ্রামে উত্তেজনা। ঘটনা স্থলে পুলিশ।এই এলাকায় কংগ্রেসই জয়লাভ করেছে। তৃণমূল এর সঙ্গে কংগ্রেসের বিবাদ নির্বাচন ঘিরে বারবারই হয়েছে।

জেলা হাসপাতালে নতুনভাবে তৈরি হওয়া লিফট ও ল্যাপরোস্কোপি মেশিনের উদ্বোধন করলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নতুনভাবে তৈরি হওয়া লিফট ও ল্যাপরোস্কোপি মেশিনের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার, আনুষ্ঠানিকভাবে এই লিফ্‌ট ও ল্যাপরোস্কোপি মেশিনের উদ্বোধন করেন মেয়র। এতে রোগীদের অনেকটা সুবিধে হবে বলে জানান মেয়র।শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলছে রোগী কল্যাণ সমিতি। একাধিক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে হলো নতুন লিফ্‌ট। বেশ কয়েকমাস ধরে এই লিফ্‌ট তৈরির কাজ চলছিল।বৃহস্পতিবার, এই নতুন লিফটের উদ্বোধন করেন মেয়র তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। একইসাথে নতুন ল্যাপরোস্কোপি উদ্বোধন করা হয়।

নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় ভানু ভক্ত আচার্যের মূর্তিতে মাল্যদান করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা।বৃহস্পতিবার, ভানু ভক্ত আচার্যের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মেয়র গৌতম দেব,ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, সহ মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলররা। এদিন ভানু ভক্ত আচার্যের জীবনী নিয়েও আলোচনা করেন মেয়র।এদিনের এই কর্মসূচিতে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাগডোগরা স্কুলের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

শিলিগুড়ি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরায়। স্কুল থেকে চুরি গেল মিড ডে মিল রান্নার সামগ্রী থেকে পড়ুয়াদের থালা পর্যন্ত। ঘটনা তদন্ত নেমেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসলে চাঞ্চল্য ছাড়া এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কেদারনাথ প্রাইমারি স্কুলে। এদিন সকালে মিড ডে মিল রান্নার কর্মীরা স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য রান্না করতে গেলে স্কুলের দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পায়। এরপর তারা স্কুলের শিক্ষিকাদেরকে খবর দেন। শিক্ষিকারা পৌঁছে চুরি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এরপর খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানার পুলিশকে। ঘটনা তদন্তে নেমেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ির জংশনে ভানু ভক্তের ২০৯ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলো শিলিগুড়ি ভানু ভক্ত জন্মজয়ন্তী উদযাপন সমিতি

শিলিগুড়ি আদি নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের ২০৯ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলো শিলিগুড়ি ভানু ভক্ত জন্মজয়ন্তী উদযাপন সমিতি। শিলিগুড়ির জংশনে অবস্থিত ভানু ভক্তের মূর্তিতে খাদা ও মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যরা।আদি নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের ২০৯ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোটা পাহাড় জুড়ে দিনটিকে ভানু জয়ন্তী হিসেবে উদযাপন করছে পাহাড়ের মানুষ। একইভাবে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির জংশনে অবস্থিত ভানুভক্ত আচার্যের মূর্তিতে খাদা ও মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনটিকে উদযাপন করলো শিলিগুড়ি ভানু ভক্ত জন্মজয়ন্তী উদযাপন সমিতি। এ দিন কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি তার জীবনী এবং নেপালি ভাষায় রামায়ণ লেখার কাহিনী তুলে ধরা হয় এই অনুষ্ঠানে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাসুদেব ঘোষ সহ শিলিগুড়ি ভানু ভক্ত জন্ম জয়ন্তী উদযাপন সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে। ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি ও এলাকায় ভারী বর্ষণের ফলে বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে তোর্ষা নদীতে হলুদ সতর্কতা জারী হয়েছে।প্রবল বর্ষণে ভুটান সীমান্ত জয়ঁগা ও দলসিংপাড়া বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে ভুটান গামী এশিয়ান হাইওয়ে দলসিংপাড়া এলাকায় প্রধান সড়কে হাটু জল বহু ঘর জলমগ্ন । এলাকায় যাতায়াত বন্ধ ।

নির্বাচন পরবর্তী হিংসা অব্যাহত উত্তর দিনাজপুরে

উত্তর দিনাজপুর ঃ নির্বাচন পরবর্তী হিংসা অব্যাহত উত্তর দিনাজপুরে। বুধবার রাতে ইটাহারের সুরুন এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ডামডোলিয়া গ্রামে নির্দল তৃনমুল সংঘর্ষের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। উভয় পক্ষের প্রায় ৮জন রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।নির্দলের অভিযোগ, ওই এলাকায় একটি বাড়িতে বিবাদ বাধে নির্দল ও তৃনমুলের মধ্যে। এরপর শাসক দলের সমর্থকেরা এলাকার নির্দল সমর্থকদের বাড়িতে চড়াও হয়। চলে বাড়ি ঘর ভাংচুর ও মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে নির্দলদের মারধর। লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর শাসক দলের সমর্থকেরা চড়াও হয় তাতে তাদের বেশ কয়েকজন গুরুতর যখম হয় বলে অভিযোগ।যদিও উভয় পক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৮ জনকে বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর রয়েছে। প্রত্যেকেরই চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন আছে।তবে আহত তৃনমুল সমর্থকেরা এদিন এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হন নি। ঘটনার তদন্তে ইটাহার থানার পুলিশ।

ভোট গণনা শেষ হতেই একের পর এক এলাকা থেকে উদ্ধার হচ্ছে তাজা বোমা

মালদা — ভোট গণনা শেষ হতেই একের পর এক এলাকা থেকে উদ্ধার হচ্ছে তাজা বোমা। এবার তাজা বোমা উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের চাঁচলের মতিহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর এলাকায়। এদিন মতিহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর গার্লস হোস্টেলের পাশ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। ঘটনা কি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ভানু ভক্ত আচার্যের ২০৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাগডোগরার হাসখোয়া এলাকায় একটি পদযাত্রা করা হয়

শিলিগুড়ি আদি নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের ২০৯ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করলো গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলন। শিলিগুড়ির বাগডোগরার হাসখোয়া এলাকায় একটি পদযাত্রা করা হয়। পদযাত্রায় অংশনে এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষ।আদি নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্যের ২০৯ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোটা দার্জিলিং জেলা জুড়ে দিনটিকে ভানু জয়ন্তী হিসেবে উদযাপন করছে পাহাড়ের মানুষ। একইভাবে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ির হাসখোয়া এলাকায় একটি পদযাত্রা করা হয় গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলনের তরফে। এদিন এই পদযাত্রাটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পদযাত্রায় এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা নিজেদের সাংস্কৃতির পোশাক পরে এই পথযাত্রায় অংশ নেয়।

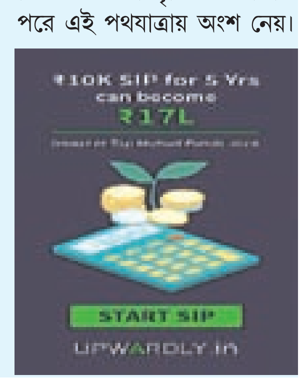

বীরভূমে হাসপাতালের শৌচাগারে রোগীর ঝুলন্ত দেহ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মঙ্গলবার রাতে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শৌচাগারে এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলো । মৃতের নাম ভজন লেট (২৫) । বাড়ী রামপুরহাটে । মানসিক সমস্যা থাকার জন্য দুইদিন আগে ভজনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করা হয় বলে পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

থানার সামনে রাস্তা অবরোধ বিজেপির বন্ধ বাস

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ খয়রাশোলে ভোট লুঠ বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে প্রতিবাদে বুধবার সকাল দশটা থেকে খয়রাশোল থানার সামনে খয়রাশোল বাবুইজোর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । টায়ার জ্বলিয়ে চলে অবরোধ । ফলে বন্ধ হয়ে যায় বাবুইজোড় থেকে সিউড়ি বাস পরিষেবা । বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী বলেন, খয়রাশোল ব্লকের জামরানদ ১০৪ নং বুথে তৃনমূল দুস্কৃতীরা লুঠ করতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেয় । তৃনমূলের হার্মাদ বাহিনী আমাদের মন্ডল সভাপতি গনেশ ঘোষ,প্রার্থী বচন পাল সহ বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রানঘাতী হামলা চালায় । পুনর্নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করে । বিজেপি খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী, আঁখি অধিকারী,অসীমা ধীবরের নামে অভিযোগ করতে গেলে খয়রাশোল থানার ওসি তা নেয় নি । কিন্তু তৃনমূলের অভিযোগে আমাদের কার্যকর্তা আনন্দ ঘোষকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে । পুলিশের এই দ্বিচারিতা চটিচাটা মনোভাবের জন্য এই অবস্থান বিক্ষোভ । আনন্দ ঘোষকে নিশর্ত মুক্তি না দিলে আমরা বৃহত্তর আঃেদালনে নামবো দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকা স্তব্ধ করে দেবো ।

খয়রাশোলে গোরু পাচার রুখলো বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোরু পাচার মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই । সেই মামলায় বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং তার মেয়ে সুকন্যা মন্ডল । কিন্তু তাতেও যে বীরভূম জেলায় থমকে নেই গোরু পাচার তা ফের একবার প্রমাণ হলো খয়রাশোলে । একটা ম্যাটাডোর ভ্যানে করে কিছু গরু খয়রাশোল ব্লকের হজরতপুর থেকে দুবরাজপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় বুধবার দুপুরে খয়রাশোল থানার সামনে সেই ভ্যানটিকে আটকায় বিজেপিকর্মী সমর্থকেরা । তাদের অভিযোগ প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনেদুপুরে গোরু পাচার হচ্ছে অথচ প্রশাসন নির্বিকার ।

স্ত্রীকে শাবল দিয়ে মার স্বামীর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্ত্রীকে খয়রাশোল ব্লকের রুপুসপুর গ্রামের মাঠে নিয়ে গিয়ে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করার অভিযোগ উঠে স্বামীর বিরুদ্ধে । স্ত্রী মুক্তা বাউড়ী গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । অভিযুক্ত স্বামীর নাম বিকাশ বাউরি । মুক্তার বাপের বাড়ী সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামে । বুধবার সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মুক্তার দাদা কাজল বাউড়ী এবং বৌদি মিঠু বাউড়ী বলেন, একটা মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । তা প্রতিবাদ করায় জামাই শাবল দিয়ে বোনকে মেরেছে । এরআগেও মেরেছে পুলিশকে জানিয়েছি কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় নি । এখনো পর্যন্ত পুলিশে জানাই নি । তবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবো । জামাইয়ের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।

কাকাকে টাঙ্গির কোপ ভাইপোর তিনবছরের কারাদণ্ড

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ২০১৯ সালে অবিনাশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইমাদপুর গ্রামে পুকুরে মাছধরাকে কেন্দ্র করে কাকা চরন হাঁসদার সঙ্গে ভাইপো সনাতন হাঁসদার গন্ডগোল হয় । তখন সনাতন টাঙ্গি নিয়ে কাকাকে কোপায় । জখম কাকা সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয় । পাড়ুই থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে । সেইঘটনায় বুধবার সাজা ঘোষণা করলো সিউড়ি আদালত । আইনজীবী বিকাশ পৈতনডী বলেন, পুলিশ চার্জশিট জমা দিয়েছিল । অভিযুক্ত সনাতন হাঁসদাকে তিনবছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয়মাসের জেল নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

বিরল প্রজাতির মাছ পুরন্দরপুরে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বিরল প্রজাতির মাছ উদ্ধার হয় পুরন্দরপুরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । বুধবার সকালে পুরন্দরপুরের কাঠমিলের বন্দেধোবা পুকুরে একটি বিরল প্রজাতির মাছ রঞ্জিত মাহারার জালে আসে । সেই মাছ দেখতে ভিড় জমায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের পড়ুয়া থেকে শুরু করে মানুষজনেরা । আন্দারবান্দি গ্রামের রঞ্জিত মাহারা বলেন, প্রথম এই ধরনের মাছ উঠলো । এই মাছের নাম জানি না ।

স্টেট বাসের ধাক্কা টোটোতে, দুর্ঘটনায় আহত ১ মহিলা

জলপাইগুড়ি। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির কানাপুকুরী এলাকায়। জানা গেছে, একটি স্টেট বাস জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় জলপাইগুড়ির কনপাকুরি এলাকায় একটি টোটোকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এর পর স্থানীয়রা দ্রুত আহত মহিলাটিকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মালদার পুকুরিয়ার মহারাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলপুরে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর

মালদা ঃ মালদার পুকুরিয়ার মহারাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলপুরে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর। এলাকায় থমথমে পরিবেশ। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরই গোলমাল বাদ। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুকুরিয়া থানার পুলিশ।কংগ্রেস সমর্থকদের অভিযোগ তাদের উপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল।পাল্টা তৃণমূল সমর্থকদের অভিযোগ এই বুথে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয় তার পরই তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় তাদের মারধর করা হয়।পুলিশ উভয় পক্ষের মোট নয়জনকে গ্রেফতার করেছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।কংগ্রেস নেতা তথা এলাকা থেকে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী, শেখ ওয়াজুল এর অভিযোগ নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় তৃণমূল সন্ত্রাস করছিল তিনি সেই সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এখানে জয়ী হয়েছেন তারপরেই বেছে বেছে কংগ্রেস সমর্থকদের ওপর হামলা করা হচ্ছে।পাল্টা তৃণমূল নেতা, শেখ মানোয়ার হোসেনের অভিযোগ কংগ্রেস এখানে জয়ী হওয়ার পর থেকে তৃণমূল সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছিল এবার সরাসরি তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

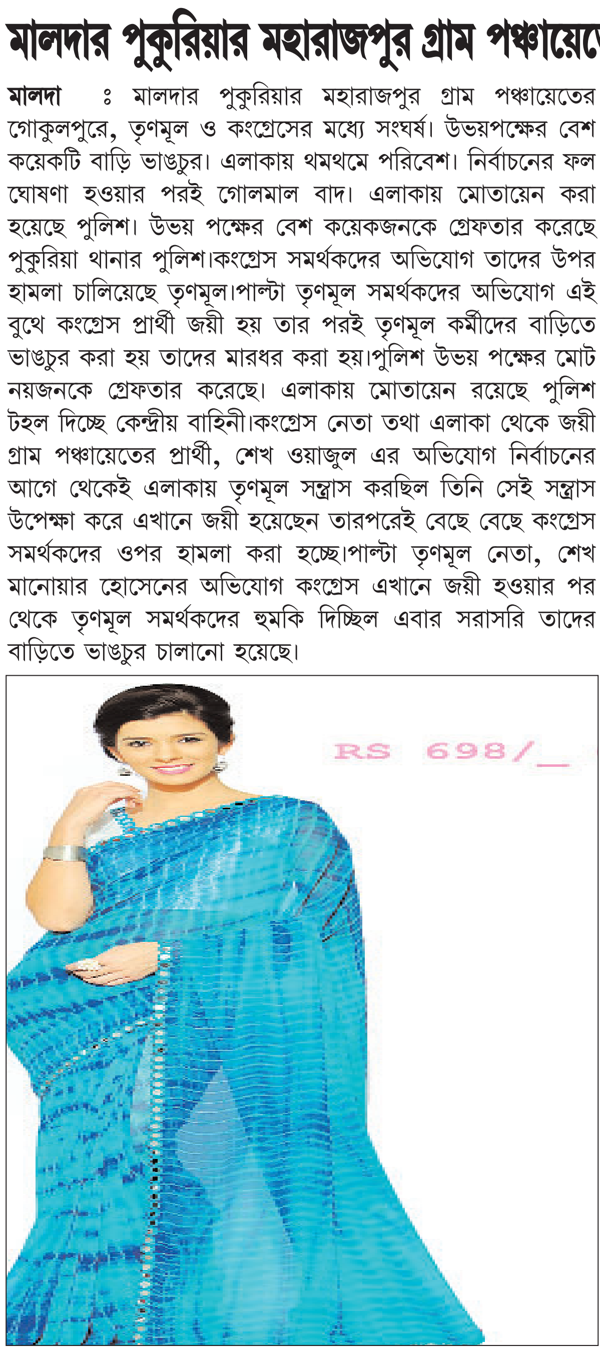

ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা এলাকা জলমগ্ন, প্রচুর মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিম ও ভুটান পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির ফলে তিস্তা ও জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রচুর মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে।মানুষজন জানায় ওই এলাকায় প্রায় ৩০টি বাড়ি জলমগ্ন, কেউ কেউ রাত এবং কেউ সকাল থেকেই আশ্রয় নিয়েছে উঁচু জায়গায়।গ্রামবাসীরা জানান তারা ময়নাগুড়ির বিডিও র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি, বেদগারা, খড়িবাড়ি, সহ বিস্তীর্ণ এলাকার জলমগ্ন। যদিও এ ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে শুকনো খাবার এবং ট্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায়।

জলপাইগুড়িতে নোনাই নদীর ব্রিজ ভেঙে, ৩টি বনবসতি সহ বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

জলপাইগুড়ি ঃ অবিরাম বর্ষণে জলপাইগুড়ির নদীগুলি বিপর্যস্ত। বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি প্রবেশ করায় বন্যার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার প্রাক মুহূর্ত থেকেই ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছিল ধুপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাই নদীর উপর অবস্থিত নোনাই ব্রিজ। রাতভর অবিরাম বৃষ্টির জের একেবারে জলের তলায় ব্রিজ। কার্যত তিন বনবস্তি সহ আরো দুই গ্রাম মেয়ের মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এলাকার নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের আবেদন কোনরকম যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিক প্রশাসন।

মালদায় তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীরা একে অপরের বাড়ি ভাঙচুর, এলাকায় পুলিশ মোতায়েন

মালদা ঃ মালদার পুকুরিয়ার মহারাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলপুরে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর। এলাকায় থমথমে পরিবেশ। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরই গোলমাল বাদ। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুকুরিয়া থানার পুলিশ। কংগ্রেস সমর্থকদের অভিযোগ তাদের উপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূল সমর্থকদের অভিযোগ এই বুথে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয় তার পরই তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় তাদের মারধর করা হয়। পুলিশ উভয় পক্ষের মোট নয়জনকে গ্রেফতার করেছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কংগ্রেস নেতা তথা এলাকা থেকে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী, শেখ ওয়াজুল এর অভিযোগ নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় তৃণমূল সন্ত্রাস করছিল তিনি সেই সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এখানে জয়ী হয়েছেন তারপরেই বেছে বেছে কংগ্রেস সমর্থকদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। পাল্টা তৃণমূল নেতা, শেখ মানোয়ার হোসেনের অভিযোগ কংগ্রেস এখানে জয়ী হওয়ার পর থেকে তৃণমূল সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছিল এবার সরাসরি তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

মালদায় মেয়েদের হোস্টেলের কাছে বোমা উদ্ধারের পর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে

মালদা ঃ ভোট গণনা শেষ হতে না হতেই বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক জীবন্ত বোমা উদ্ধার হচ্ছে।ভোট গণনা শেষ হতেই একের পর এক এলাকা থেকে উদ্ধার হচ্ছে তাজা বোমা। এবার তাজা বোমা উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের চাঁচলের মতিহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর এলাকায়। এদিন মতিহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর গার্লস হোস্টেলের পাশ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। ঘটনা কি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ইংরেজবাজার পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে মশা নিয়ন্ত্রণে গাপ্পি মাছ ছাড়ার কর্মসূচি

মালদা ঃ ইংরেজবাজার পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে মশা নিয়ন্ত্রণে গাপ্পি মাছ ছাড়ার কর্মসূচি।

বর্ষার মরশুমে বিভিন্ন জলাশয় ও ড্রেনে গাপ্পি মাছ ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার সকালে মালদা শহরের ওমেন্স কলেজ রোড এলাকায় একটি পুকুরে ছাড়া হয় গাপ্পি মাছ। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, স্থানীয় কাউন্সিলর সুমিতা ব্যানার্জি, শিপ্রা রায় সহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও পৌর আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে এদিন শহরের ৩৮ জায়গায় প্রায় লক্ষাধিক গাপ্পি মাছ ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন জায়গায় জমা জলে গাপ্পি মাছ ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মশার লার্ভা খেয়ে ফেলবে গাপ্পি মাছগুলো। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

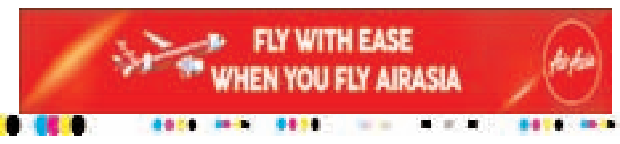

আজকের দিনটি

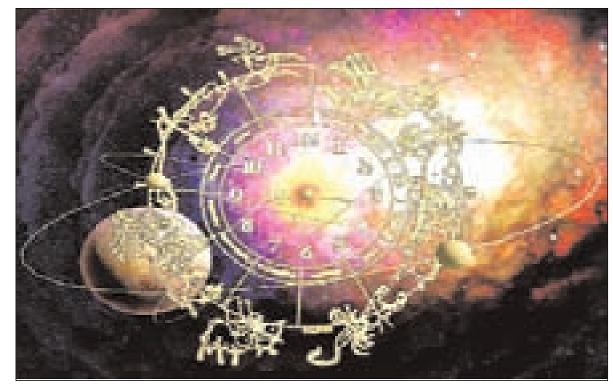

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

৪ কোটি ২২ লক্ষ প্রকল্পের পথের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিধায়ক

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। ৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় পল্লী কর্ম দপ্তরের কার্য বিভাগ কোডারমা ব্লকের পিডব্লিউডি পথ বাগোডিহ থেকে রাঘুনিয়াডিহ পর্যন্ত ৬.২০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সহস্থানীয় সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী, বিধায়ক অমিত কুমার যাদব বুধবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, ঝাড়খণ্ডে যেভাবে উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি, উন্নয়ন থেমে গেছে। রাজ্যে দুর্নীতি নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত, শুধু দুর্নীতি। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী তাঁর ৯ বছরের শাসনামলে যে উন্নয়ন করেছেন তা কেবল ভারতে নয়, বিশ্ব মঞ্চে দেখা যায়। অন্যদিকে, বিধায়ক অমিত কুমার যাদব বলেন যে পুরো এলাকায় সমস্ত কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের এলাকায় যে উন্নয়ন কাজ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে কন্ট্রাকটর মেসার্স বিনোদ কুমার যাদব, শিক্ষাবিদ ড.বিএনপি বারনওয়াল, প্রাক্তন প্রধান জয়প্রকাশ রাম, বিজেপি জেলা মন্ত্রী সুধীর সিং, বিজেপি জয়নগর মণ্ডল সভাপতি রামদেব মোদী, সাধারণ সম্পাদক যমুনা যাদব, বিজেপি পরসাবাদ মণ্ডল সভাপতি শশী ভূষণ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ড. মহাবীর যাদব, জেলা পরিষদ সদস্য কেদারনাথ যাদব, জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিনিধি দেবনারায়ণ যাদব, প্রধান প্রতিনিধি বলদেব যাদব, অর্জুন চৌধুরী, হীরামন মিস্ত্রী, দাগন সাউ, জয়প্রকাশ যাদব, রাজু সাউ, কানহাই চন্দ্র সিংহ যাদব, ভিভি চন্দ্র যাদব সহ স্থানীয় গ্রামবাসীগন উপস্থিত ছিল.

যেমন আছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা ঃ বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এখনো অন্যের সাহায্য নিয়েই তারা বাসায় প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করেন। বাসায়ই মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

দলের মহাসচিব ও কয়েকজন সিনিয়র নেতা ছাড়া অন্য কেউ তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান না। আর তাও প্রয়োজন হলে তিনিই খবর দেন। তার বাসায় নিয়মিত যান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বেগম খালেদা জিয়া সর্বশেষ হাসপাতালে যান গত ১২ জুন। ওই দিন মধ্যরাতে তিনি তার গুলশানের ভাড়া বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেয়া হয়। পাঁচ দিন পর ১৭ জুন তিনি ফিরোজায় ফেরেন। ওই সময় তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হয়। তার চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে ম্যাডামকে এখন বাসায়ই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। খালেদা জিয়া পুরনো লিভার সিরোসিস, অস্টিও আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন। তার মেরুদণ্ড, ঘাড় ও হাতে সমস্যা, হাঁটুর সমস্যাসহ আরো কিছু শারীরিক জটিলতা আছে। ২০২১ সালের এপ্রিলে করোনায় আক্রান্ত হন। গত বছরের জুন মাসে খালেদা জিয়ার এনজিওগ্রাম করা হলে তার হৃদযন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। এর একটিতে রিং পরানো হয়।

ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান,প্রতিদিন চিকিৎসকেরা তার বাসায় যান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তার চিকিৎসার জন্য যা দরকার তা করা হয়।

তিনি বলেন,এখনো তিনি একা কিছু করতে পারেন না। তবে অন্যের সহায়তা নিয়ে সব কাজকর্ম করতে পারেন। অন্যের সহায়তা নিয়ে তিনি মাঝেমধ্যে দোতলার বারান্দায় যান। তবে নিচে কখনো নামেন না। খালেদা জিয়ার কাছাকাছি থাকেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খালেদা জিয়া বাসায় মোটামুটি স্বাভাবিক খাবারই খান। তার বাসায়ই রান্না হয়। তবে তার বোন এবং ছোট ভাইয়ের বাসা থেকে মাঝে মাঝে খাবার পাঠানো হয়। তার বোন সেলিনা ইসলামের ছেলের বউ এবং ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের স্ত্রী প্রায় নিয়মিত বিকেলে তার বাসায় যান। খাবারও নিয়ে যান। আর গত রোজার পুরো এক মাস তার সঙ্গে ছিলেন তার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলি রহমান। তিনি রোজার ঈদের পর লন্ডন চলে যান।

খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ডা. আল মামুনও তার বাসায় যান। তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমান লন্ডন থেকে তার নিয়মিত খোঁজ নেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। গত কোবানির ঈদে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার বাসায় দেখা করেন। আর ১২ জুলাই একদফা আঃেদালনের ঘোষণা দেয়ার আগে ১০ জুলাই মির্জা ফখরুল খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার বাসায় দেখা করেন। আর তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং তার প্রেস উইংএর সদস্যদের সঙ্গে তিনি প্রয়োজন হলে ডেকে কথা বলেন। বিএনপির চেয়ারপার্সনের প্রেস উইংএর সদস্য শামসুদ্দিন দিদার জানান,তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তার বোন, তার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রীএরা তার বাসায় যান। গত রোজায় মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী দুই সন্তানসহ পুরো মাস তার সঙ্গে ছিলেন। তারা ঈদের পর চলে যান।তবে দলের নেতাদের মধ্যে মহাসচিবকে প্রয়োজন হলে তিনি ডেকে কথা বলেন। আর কেউ দেখা করার অনুমতি পান না। তবে গত কোরবানির ঈদে স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সিনিয়র নেতারা তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতি ঈদেই তারা দেখা করতে পারেন। এর বাইরে আমার দেখা মতে মহাসচিব ছাড়া আর কেউ দেখা করেন না। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,বিএনপির সমাবেশ ও আন্দোলনে যোগ দেয়ার আগ্রহ তার হয়তো আছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি গত কয় বছরে তাকে কখনোই দেখিনি যে তিনি রাজনীতি নিয়ে তিনি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি এখন নিজে একা হাঁটাচলা করতে পারেন না। অন্যের সহায়তা লাগে। তাই কখনো নিচেও নামেন না। দোতলায়ই থাকেন। খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি মামলা আছে। এর মধ্যে দুই মামলায় তিনি কারা ভোগ করছেন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় ১০ বছর এবং জিয়া চ্যোরিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় তাকে সাত বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আর নাইকো মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। তার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল জানান,ম্যাডামকে যে দুইটি মামলায় দণ্ড দেয়া হয়েছে তার আপিল পেন্ডিং আছে। তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আছে পাঁচটি। আর দুদকের মামলা আছে পাঁচটি। এগুলোর মধ্যে আছে নাইকো, গ্যাটকো, বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির মামলা। নাইকো মামলায় বিচারিক আাদালত অভিযোগ গঠন করেছে। আমরা উচ্চ আদালতে অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে আপিল করেছি, আপিল পেন্ডিং আছে। আর বাকি মামলাগুলো ফৌজদারি । তিনি সেগুলোতে হুকুমের আসামি। এগুলো হামলা ভাঙচুরের মামল। কুমিল্লা, খুলনা, ঢাকায় এরকম মামলা আছে। ওই মামলাগুলো নিয়ে আপাতত কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া কারাগারের বাইরে আছেন নির্বাহী আদেশে। ফলে তার সঙ্গে দেখা করা বা তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালত এখন আর কনসার্ন নয়। দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। করোনা মহামারি শুরুর পর পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তাকে নির্বাহী আদেশে শর্ত সাপেক্ষে চিকিৎসার ছয় মাসের সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার। এরপর থেকে তার পরিবারের আবেদনে দণ্ডাদেশ স্থগিতের মেয়াদ ছয় মাস করে বাড়ানো হচ্ছে। সেভাবেই তিনি কারাগারের বাইরে গুলশানের বাসায় অবস্থান করছেন। চিকিৎসার জন্য তার পরিবারের সদস্যরা তাকে দেশের বাইরে নিতে চাইলেও সে অনুমতি মেলেনি।

মন্ত্রীদের সাবধান হতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ঃ কোনো কোনো মন্ত্রীর বক্তব্যে সরকারকে বিব্রত হতে হচ্ছে বলে মন্ত্রীদের নিজেদের বক্তব্যে সংযত হতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এসব বিষয় সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে মনে করেন তিনি। তাই সংশ্লিষ্টদের কথাবার্তায় সাবধান হতে হবে বলেছেন সরকারপ্রধান। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কথা বলেন। কয়েক সপ্তাহ পর এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। এতে নির্ধারিত এজেন্ডা শেষে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার মতো অনির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো কোনো মন্ত্রী সরকারের উন্নয়ন কাজ ঠিকমতো তুলে ধরতে পারছেন না। কারও কারও কথাবার্তা গণমাধ্যমে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন হচ্ছে। এসব বিষয় নিজের নজরে আছে জানিয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের ঠিকভাবে কথাবার্তা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন সরকারপ্রধান। অজানা সূত্রের বরাত দিয়ে সমকাল লিখেছে, বৈঠকে একজন প্রতিমন্ত্রী নিজ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ফাইল তার কাছে যায় না বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন। জবাবে সরকারপ্রধান বলেন, দুপুর ১২টার পর মন্ত্রণালয়ে যাওয়া, সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন অফিস না করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। ফাইল কেন আসে না তা বুঝে নিতে হবে।

জেলা জুড়ে রক্তের সংকট মেটাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতি

আলিপুরদুয়ার ঃ বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল এর ব্লাড ব্যাংকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানাযায় জেলা জুড়ে রক্তের সংকট মেটাতে এদিন মূলত এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিন দুপুর আনুমানিক একটা নাগাদ এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শুরু হয়। রক্তের অভাবে যাতে কোন মনুষ্য রোগীর মৃত্যু না হয় এবং জেলা জুড়ে বর্তমানে রক্তের যে সংকট সেই সংকট মেটাতে এদিন এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করা হয় বলে জানা যায়।এদিন দুপুর আনুমানিক দেড়টা নাগাদ খবর সংগ্রহ করা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ১২ জন রক্ত দাতা রক্ত দান করেন বলে জানান রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল।তিনি জানান পঞ্চায়েত ভোটপর্ব চলাকালীন আলিপুরদুয়ারে বেশ কিছুদিন স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়নি।এই পরিস্থিতিতে জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের মজুদ প্রায় শূন্য।এই অবস্থা কাটানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছা রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার পরাজিত তৃনমূল প্রার্থী,বিজয়ী মিছিলের নামকরে বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ জোট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার পরাজিত তৃনমূল প্রার্থী।অভিযোগ দায়ের থানায়।

বিজয়ী মিছিলের নাম করে বাড়িতে ঢুকে অতর্কিতভাবে হামলা চালানোর অভিযোগ জয়ী বাম কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে।যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বাম কংগ্রেস জোট।জানা গেছে আজ বিকেল তিনটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের হুসেনপুর ১৬ নং বুথের বিজয়ী জোট প্রার্থী মানোয়ার আলম ও হেলি খাতুন পরাজিত তৃনমূল প্রার্থী আরাধনা সরকার এর বাড়ির পাশ দিয়ে বিজয়ী মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ আরাধনা সরকার এর বাড়িতে ঢুকে ব্যাপকহারে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।একাধিক চেয়ার,টেবিল,বেঞ্চ ও ফ্রিজ ভেঙে দেওয়া হয়।এমনকি প্রার্থী আরাধনা সরকার ও তার স্বামী অলোক পদ্দার সহ পরিবারের সাতজনকে ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।আহত আলোক পদ্দার সহ পরিবারের সাতজনের চিকিৎসা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চলছে।অপরদিকে জয়ী জোট প্রার্থীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।জয়ী জোট প্রার্থী ও সমর্থকরা জানান,আলোক পদ্দার এর বাড়ির পাশ দিয়ে বিজয়ী মিছিল গেলেও তার বাড়িতে কেউ ঢুকে হামলা চালায়নি।অলোক পদ্দার নিজেই ভাঙচুর চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন।অলোক পদ্দার নিজের হার মেনে নিতে পারছেন না বলেই এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।অলোক পদ্দারের উঠোনে পড়ে থাকা ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল উদ্ধার করে নিয়ে যায়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় অবস্থিত একটি গাড়ির শোরুমে চুরির ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় অবস্থিত একটি গাড়ির শোরুমে চুরির ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার একটি গাড়ির শোরুমে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে মধ্যপ্রদেশ থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানা, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেঃট ও স্কক্ষ এর একটি বিশেষ দল। বুধবার তাদের শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের নাম রোহিত চৌহান (২১) ও রাজু যোগী (২৬)।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদায় জয়জয়কার তৃণমূলের

মালদা ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদায় জয়জয়কার তৃণমূলের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকেও এবারে বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি দখল করলো তৃণমূল। এমনকি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণিখানের গড়ে কংগ্রেসকেও ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে তৃণমূল। পাশাপাশি বিজেপির গড় হিসাবে পরিচিত গাজল, বামনগোলা, হবিবপুর ব্লকেও রীতিমতো তৃণমূলের ঝরে কুপোকাত বিজেপি। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, নির্বাচনের ফলাফল শেষ হতেই বিভিন্ন দলের অনেক বিজয়ী প্রার্থীরাই তৃণমূলের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। ত্রিশঙ্কু হাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে আগামীতে তৃণমূল পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করবে। উল্লেখ্য, মালদা জেলা পরিষদের মোট ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে রয়েছে। পাশাপাশি ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে বিজেপি এবং ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে ৫৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত। অন্যদিকে মালদা জেলায় মোট ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১০টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল করেছে তৃণমূল। মাত্র একটি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে বিজেপির দখলে। ত্রিশঙ্কু রয়েছে চারটে পঞ্চায়েত সমিতিতে।

উল্লেখযোগ্য হিসাবে, এবারের ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতিতে ভালো ফল করেছে তৃণমূল। এই পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৩৩ টি। যেখানে ২৫ টি আসন পেয়েছে তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছে ৩টি, কংগ্রেস পেয়েছে ৩টি এবং সিপিএম পেয়েছে ২টি। বিজেপির গড় হিসাবে পরিচিত গাজল, বামনগোলা এবং হবিবপুর ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। যদিও এই তিনটি ব্লকে বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকেও এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের মালদায় ফল খুবই ভালো হয়েছে। যেসব বিধানসভাগুলি বিজেপির অধীনে রয়েছে, সেখানে তৃণমূল বিরোধীদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লক্ষী ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সারা দিয়ে মানুষ দুইহাত তুলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। মালদায় বিরোধীদল গুলি একজোট হয়ে সন্ত্রাস চালিয়েও তৃণমূলকে হারাতে পারে নি। এমনকি নির্বাচনের দিন মানিকচকে ব্লকের তৃণমূলের এক কর্মীকে বোমা মেরে খুন করা হয়। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার মানুষকে আটকাতে পারে নি। এখন একটাই লক্ষ্য, বিভিন্ন এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন হলেই সার্বিক উন্নয়নে জোড় দেওয়া।

বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তা একেবারেই হাস্যকর । সন্ত্রাস শাসক দলই চালিয়েছিল। আমাদের প্রার্থীদের মারধর করা, সাধারণ ভোটারদের ভোট দিতে না দেওয়া, বিভিন্ন বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়া সবই করেছে তৃণমূল। জোর করে ভোটে জেতা যায় না । এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। আগামী লোকসভাতেই মানুষ ফলাফল বুঝিয়ে দিবে।

বাগডোগরা হাটে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ টিনের চাল কেটে চুরি। বাগডোগরা হাটে ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এমন ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।বৃহস্পতিবার দোকান খুলতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে ওই মুদিখানা দোকানের ব্যবসায়ী সন্তোষ রায়ের। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে দোকানের টিন কেটে দোকানে ঢুকে নগদ প্রায় ৭ হাজার টাকা সহ দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। হাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। অন্যদিকে বাগডোগরা থানার ঢিলঝোড়া দূরত্বে বারবার চুরির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

বেলারুশের নতুন শিবিরে ভাগনার যোদ্ধারা, উপগ্রহচিত্রে প্রকাশ

বেলারুশ ঃ বিবিসি ভেরিফাই উপগ্রহচিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে বলেছে, বেশ কিছু গাড়িকে সেলের শিবিরে ঢুকতে দেখা গেছে। সেল হলো পরিত্যক্ত সামরিক ঘাঁটি। বেলারুশের রাজধানী মিনস্ক থেকে প্রায় ৬৪ মাইল দূরত্বে এর অবস্থান।

গত জুনের শেষের দিকে রুশ সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভাগনার বাহিনীর বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ শেষ হলে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পরপরই বেলারুশের শিবিরের প্রসঙ্গটি সামনে আসে। ওই সমঝোতা চুক্তির একটি অংশে বলা ছিল, ভাগনার যোদ্ধারা বেলারুশে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে।

নতুন কৃত্রিম উপগ্রহচিত্রে ভাগনার যোদ্ধাদের বিপুল সংখ্যায় ওই শিবিরে চলে হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

বিবিসি ভেরিফাইয়ের সংগ্রহ করা আগের চিত্রগুলোয় দেখা যায়, দুই সপ্তাহে সেলের শিবিরে প্রায় ৩০০টি তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে ভাগনার সংশ্লিষ্ট চ্যানেলগুলোয় পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, রাশিয়ার মোলকিনোতে ভাগনারের মূল প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে বাহিনীটির পতাকা নামানো হচ্ছে। সাধারণত পতাকা নামানোর এমন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সামরিক ঘাঁটি বন্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বেলারুশের প্রেসিডেন্ট ও রাশিয়ার মিত্র আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেছেন, ভাগনার যোদ্ধারা এখন তাঁর দেশের শিবিরে আছেন। আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো আরও বলেন, বেলারুশের যদি প্রয়োজন হয়, তবে দেশকে রক্ষার জন্য দ্রুতই বেসরকারি সামরিক বাহিনী ভাগনারকে ডেকে নেওয়া হবে।

উপগ্রহচিত্রগুলোর একটি ১৭ জুলাই তোলা হয়েছে। চিত্রে দেখা গেছে, বেলারুশের এম ফাইভ হাইওয়ে থেকে একটি গাড়িবহর আসছে এবং ওই শিবিরের দিকে যাচ্ছে।

একই দিন ধারণ করা আরেকটি চিত্রে দেখা গেছে, একটি বহর শিবিরে পৌঁছেছে।

একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, ওই একই পথ দিয়ে একটি গাড়িবহর রাশিয়া ও ভাগনারের পতাকা নিয়ে সেলের দিকে এগোচ্ছে।

সেলের দিকে ভাগনারের কতজন সেনাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।

বেলারুশের অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম হায়ুনের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৬০০ যোদ্ধা সেলে পৌঁছেছেন।

ভাগনারের বিদ্রোহ শেষে গত ২৬ জুন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভাগনার যোদ্ধাদের দুটি উপায় থেকে একটি বেছে নিতে বলেন। তিনি বলেন, হয় ভাগনার যোদ্ধাদের সরাসরি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে চুক্তি সই করতে হবে, নয়তো তাঁদের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের সঙ্গে বেলারুশে চলে যেতে হবে।

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের ঐক্য ঠেকাতে এবারে বিজেপির দুই কৌশল

গুপি রাজাকে হাল্লার রাজা শুধিয়েছিলেন, 'রাজকন্যে কি কম পড়িতেছে?' বিজেপিকে সেই প্রশ্ন একটু অন্যভাবে করা যেতে পারে, 'সঙ্গী কি কম হইতেছে?' হয়তো তাই। বিজেপি হন্যে হয়ে সঙ্গী খুঁজছে নিজের প্রতি আস্থা কিছুটা টাল খেয়েছে বলে। নইলে পাঁচ বছর অনুচ্চারিত 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স' বা এনডিএ জোটকে এভাবে আবাহন করবে কেন? কেনইবা '৩৮টি দল আমাদের সঙ্গী' বলে দলের সভাপতির গর্বমিশ্রিত হুংকার? বিরোধী জোট গঠনের দ্বিতীয় বৈঠক হলো ১৭ ও ১৮ জুলাই। বেঙ্গালুরুতে। তার মোকাবিলায় ওই সময়েই দেখা গেল এনডিএ পুনরুজ্জীবনের তৎপরতা, ১৯৯৮ সালে বিজেপি যা গড়েছিল। উপলক্ষ, রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের নামে অবহেলিত সঙ্গীদের বাবাবাছা করা। তাড়না হ্যাটট্রিকের। এই তাগিদের কারণ একাধিক এবং তার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত। প্রথমত, বিরোধীদের জোট গঠনের উদ্যোগকে বিজেপি আর হেলাফেলা করছে না। বুঝেছে, লোকসভা ভোটে বিরোধীরা একটা জোটবদ্ধ চ্যালেঞ্জ ছুড়তে চাইছে। সে জন্য কংগ্রেসও বেশ নমনীয়। এর মোকাবিলায় বিজেপিকেও শরিক জোটাতে উদ্যোগী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, এনডিএর পুনরুজ্জীবনের

উদ্যোগ বোঝাচ্ছে বিজেপি নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর আগের মতো আর ভরসা রাখতে পারছে না। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বসহ বিভিন্ন অসন্তোষ মোদিম্যাজিকের মায়াজাল কিছুটা ফিকে করেছে, ১০ বছর ক্ষমতায় থাকলে যা স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, তাদের জরিপ অনুযায়ী যেকোনো পরিস্থিতিতে বিজেপিকে ভোট দেবেই এমন 'ক্যাপটিভ সাপোর্ট বেজ' ৩০ শতাংশের বেশি নয়। মোদির নামমাহাত্ম্য, সাংগঠনিক শক্তি মিলিয়ে আসবে আরও ৫ শতাংশ। কিন্তু সম্মিলিত বিরোধীদের মোকাবিলায় বাড়তি আরও অন্তত ১০ শতাংশ ভোট প্রয়োজন। সে জন্য শরিক জোটানো দরকার। চতুর্থত, দলের বর্ণবাদী প্রাধান্য বিস্তারজনিত সমস্যা প্রকট হচ্ছে। গোবলয়ে শুধু উচ্চবর্ণের প্রাধান্যের কুফল তাদের জানা। সে কারণে 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং', অর্থাৎ জাতভিত্তিক ছোট ছোট শক্তি কাছে টানা দরকার। পাঁচ বছর দুয়োরানি করে রাখা শরিকদের কাছে টানার তাই এত তাগিদ। নতুন সঙ্গী জোটাতে এমন আকুতি। ঘর ভাঙানোর খেলায় কংগ্রেসও বিজেপির টার্গেট। কিন্তু কর্ণাটকের সাফল্যের পর রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের কোন্দল মিটিয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সক্রিয়। অর্থনীতির অমোঘ বিধান, 'এক টাকা সাশ্রয়ের অর্থ এক টাকা বাড়তি আয়' তাদের মূলমন্ত্র। বিরোধীদের শক্তিক্ষয়ের অর্থ বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি। জোট বাঁধতে বিজেপির অসুবিধা তুলনায় কম। কারণ, জোটের নেতৃত্বদানের প্রশ্নে কোনো দ্বিমত নেই। মোদিকে সামনে রেখে এধার ওধার সামান্য দানখয়রাতি করে তারা কাজ হাসিল করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার ইদানীং রাজনীতি প্রায় পুরোটাই দেনাপাওনানির্ভর। আদর্শ বা নীতির বালাই নেই। শরিকদের দেনদরবার মেটানো সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান বিজেপির কাছে নস্যি। তা ছাড়া তাদের মুখের ওপর 'না' বলা ছোট দলের পক্ষে বেশ কঠিন। সিবিআই, ইডির ভয় 'নতুন ভারতে' সর্বব্যাপী। বিজেপি যেমন ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, ছোট ও প্রান্তিক দলগুলোর তেমন অস্তিত্ব রক্ষার তাড়না প্রবল। দুই পক্ষের সেই তাগিদ কতখানি বোঝা যায় কর্ণাটক দেখে। কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনে কোণঠাসা হয়েছে জেডিএস। সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার তৈরি পরিবারভিত্তিক এই দল নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে বিজেপির দিকে তীর্থের কাকের মতো চেয়ে আছে। বিপর্যস্ত বিজেপিও হাত বাড়াতে আগ্রহী। গরজ তাদেরও। এনডিএ জোটে যোগ দেওয়া না দেওয়ার চেয়েও বড় কথা, লোকসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতায় না গেলে বিপন্নতা বাড়বে। বিজেপিকে এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের বলিরেখা গাঢ় করেছে কর্ণাটক বিধানসভার ফলাফল। কংগ্রেস শুধু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতাই পায়নি, সিদ্ধারামাইয়া শিবকুমার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে রাজ্য পরিচালনাও করছে হোঁচট না খেয়ে। প্রায় অপস্রিয়মাণ এনডিএকে জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তোলার তাগিদ তখন থেকেই। বিজেপি বুঝেছে, মোদির অবস্থান অপরিবর্তিত রাখতে হলে ২০১৯ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে। সে জন্য ভোটের পাটিগণিত ও রসায়ন দুটিই ঠিক করা জরুরি। নইলে নির্ভরশীল হতে হবে অনেক 'যদি' ও 'কিন্তু'র ওপর।

কৃত্রিম চিনি অ্যাসপার্টেম ক্যান্সারের জন্য কতটা দায়ী

বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য ও ফিজি ড্রিঙ্কের মতো কোমল পানীয়তে অ্যাসপার্টেম নামের যে সুইটেনার বা কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয় তা অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করলে এই রাসায়নিক পদার্থ মানুষের দেহে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছেন।

রাজ
প্রাবন্ধিক

একারণে দিনে সর্বোচ্চ কতোটুকু অ্যাসপার্টেম গ্রহণ করা যেতে পারে সেবিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষকদের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের দুটো গ্রুপ এসংক্রান্ত হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখছেন। ইতোমধ্যেই তারা ঘোষণা করেছেন যে এটি হয়তো ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

তারা বলছেন, কতো মাত্রায় অ্যাসপার্টেম গ্রহণ করলে ক্যান্সার হতে পারে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রায়শই ভীতি ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

বেশিরভাগ মানুষই যতটুকু মাত্রায় খাওয়া নিরাপদ, তার চেয়ে কম পরিমাণে অ্যাসপার্টেম সুইটেনার গ্রহণ করে থাকে। তবে যারা বেশি মাত্রায় এই কৃত্রিম চিনি গ্রহণ করেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদেরকে এর পরিমাণ কমিয়ে আনার সুপারিশ করছে।

চিনিমুক্ত খাবার ও ডায়েট পানীয়তে এই অ্যাসপার্টেম ব্যবহার করা হয়। কারণ এই রাসায়নিক পদার্থটি চিনির চেয়েও ২০০ গুণ বেশি মিষ্টি।

ডায়েট কোক, কোক জিরো, পেপসি ম্যাক্স এবং সেভেন আপ ফ্রির মতো বিখ্যাত সব ব্র্যান্ডে এই কৃত্রিম চিনি অ্যাসপার্টেম ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আরো প্রায় ছয় হাজারের মতো পণ্যে এই রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে রয়েছে টুথপেস্ট ও চুইং গাম থেকে শুরু করে দই পর্যন্ত।

অ্যাসপার্টেমের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৮০-এর দশকে। এর পর এটি বিভিন্ন পণ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য এই রাসায়নিক কতোটা নিরাপদ তা নিয়ে তখন থেকেই বিতর্ক ছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক ড. ফ্রান্সেসকো ব্রাঙ্কার কাছে বিবিসির জেমস গ্যালাহার জানতে চেয়েছিলেন, কোনটা স্বাস্থ্যকর ঃ চিনি না কি সুইটেনার?

এই প্রশ্নের জবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই বিশেষজ্ঞ বলেন ঃ চিনিযুক্ত কোলা না কি সুইটেনার দেওয়া কোলা - কোনটা ভালো এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে, আমি মনে করি সেখানে একটা তৃতীয় অপশন থাকা উচিত। এসবের পরিবর্তে আমি জল পান করতে বলবো যাতে সবমিলিয়ে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এখনও পর্যন্ত যেসব পর্যালোচনা হয়েছে তাতে অ্যাসপার্টেম যে স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয় সেবিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তবে তিনি বলেন, যারা মাঝে মধ্যে সুইটেনার দেওয়া পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করেন তাদের এবিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার

প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করেন সমস্যাটা তাদের।

এবিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের যে দলটি তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ কর দেখছে সেটি হচ্ছে ঃ ক্যান্সার গবেষণা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার বা আইএআরসি।

এই সংস্থাটি ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চারটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছে ঃ

এই শ্রেণিতে দেখা যাচ্ছে, অ্যাসপার্টেম ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণের ঘরে চলে এসেছে। এই ঘরে আলোভেরা এবং সীসার মতো আরো কিছু পণ্যও রয়েছে যেগুলো ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।

মূলত তিনটি গবেষণার ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যেখানে এসবের সঙ্গে এক ধরনের লিভার ক্যান্সারের সম্ভাব্য যোগসূত্র পাওয়া গেছে।

তবে এই সম্ভাব্য বলতে বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ কতোটা শক্তিশালী শুধুমাত্র সেটা বোঝানো হয়েছে। তথ্যপ্রমাণ যদি আরো শক্তিশালী হতো তাহলে অ্যাসপার্টেম আরো উপরের ঘরে চলে যেত।

আইএআরসির একজন গবেষক ড. ম্যারি শুবাওয়ার বেরিগান বলেছেন, যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলো যথেষ্ট উচ্চ মানের অথবা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং সুইটেনার বা কৃত্রিম চিনির বিষয়ে জানতে হলে গবেষকদের এবিষয়ে আরো কাজ করতে হবে।

ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণের এই শ্রেণিবিন্যাস থেকে প্রায়শই বিভ্রান্তিকর শিরোনাম তৈরি হয়। অ্যালকোহল এবং প্লুটোনিয়াম এই একই শ্রেণিতে পড়ে (এই দুটো যে ক্যান্সারের কারণ তা প্রমাণিত), কিন্তু এর একটি অন্যটির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

একারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত যৌথ একটি কমিটি ঠিক কতো মাত্রায় কৃত্রিম চিনি বা সুইটেনার গ্রহণ করা নিরাপদ সেটা খুঁজে বের করার জন্য কাজ করছে।

এই কমিটি ক্যান্সারের ঝুঁকিসহ হৃদরোগ ও টাইপ টু ডায়াবেটিসের মতো আরো কিছু রোগ বিশ্লেষণ করে দেখেছে, কিন্তু ১৯৮১ সালে অ্যাসপার্টেম ব্যাবহারের বিষয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছিল, তাতে পরিবর্তন আনার জন্য যথেষ্ট কারণ খুঁজে পায়নি।

এই নিরাপদ সীমা হচ্ছে -আপনার শরীরের যে ওজন তার প্রত্যেক কেজির জন্য প্রতি দিন আপনি ৪০ মিলিগ্রাম অ্যাসপার্টেম সুইটেনার গ্রহণ করতে পারেন।

গবেষকরা বলছেন, এই পরিমাণ অ্যাসপার্টেম গ্রহণ করা কারো লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, এটা হচ্ছে নিরাপদ স্বাস্থ্যের জন্য অ্যাসপার্টেম গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা। তবে এই সুপারিশ যেহেতু দেহের ওজনের ভিত্তিতে করা হয়েছে, তাই শিশুরা খুব সহজেই সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে।

ড. ব্রাঙ্কা বলছেন, কোনো পরিবার যখন খেতে বসে তখন তাদের খাওয়ার টেবিলে মিষ্টি ফিজি ড্রিঙ্কের বোতল রাখা ভালো কিছু নয়, কারণ এর ফলে শিশুরা মিষ্টির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে পারে।

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, চিনির পরিবর্তে সুইটেনার গ্রহণ করলে যে মানুষের ওজন কমে যায় সেবিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু প্রমাণিত হয়নি।

একারণে তার উপদেশ হচ্ছে - মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া। অর্থাৎ চিনি এবং সুইটেনার দুটোই কমিয়ে দেওয়া। তিনি বলেন এজন্য বিভিন্ন কোম্পানির সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে - কম মিষ্টি এরকম খাদ্য তৈরি করা যা একই সাথে সুস্বাদু হবে।

অ্যাসপার্টেম যদি ক্যান্সারের কারণও হয়, সেটি কিভাবে এর জন্য দায়ী এবিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে দেখা গেছে পাকস্থলীতে অ্যাসপার্টেম ভেঙে তিনটি পদার্থে পরিণত হয় ফেনিলালানাইন, অ্যাস্পার্টিক এসিড এবং মিথানল।

তবে আরো অনেক খাবার হজম করার জন্যও এগুলোর প্রয়োজন। এসবের সঙ্গে ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক নেই। গবেষকরা আরো বলছেন অ্যাসপার্টেম মানবদেহের ডিএনএতে সরাসরি এমন কোনো পরিবর্তন ঘটায় না যার ফলে ক্যান্সার হতে পারে। তবে এর ফলে শরীরের প্রদাহের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল সুইটেনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ফ্রান্সেস হান্ট উড বলছেন, এই গবেষণা অ্যাসপার্টেম গ্রহণ কতোটা নিরাপদ সেটা আবারও নিশ্চিত করেছে।

তিনি বলেন ঃ পরিপূর্ণ ডায়েটের অংশ হিসেবে যখন অ্যাসপার্টেমের মতো অল্প কিম্বা শূন্য ক্যালোরির সুইটেনার ব্যবহার করা হয়, তখন ভোক্তারা তাদের চিনি গ্রহণের মাত্রা কমানোর একটা সুযোগ পান যা জনস্বাস্থ্যের জন্য খু জরুরি।

তবে কিছু কিছু লোক আছে যাদের জন্য অ্যাসপার্টেম গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে বংশগতভাবে পাওয়া পিকেইউ রোগী যারা অ্যাসপার্টেম ভেঙে তৈরি হওয়া ফেনিলালানাইন হজম করতে পারে না।

সাময়িকী

পরশমনির ছোঁয়ায়

ভারতবর্ষের রাজস্থান হল ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ রাজ রাজাদের স্মরণীয় স্থান। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক ও পুর্ণাথীরা আসেন আজমীর শরীফ চিতি দরগা ও পুষ্কর এবং আরো অনেক জায়গা দেখতে । কিন্তু ওইসব ঐতিহাসিক জায়গায় আরো একজন প্রসিদ্ধ রাজা ও তার গুরুদেবের বিশেষ একটা জায়গা আছে। মানুষ জনেরা যারা রাজস্থান ঘুরতে যান কিন্তু তাদের মধ্যে কম লোকই আছেন যারা ওই জায়গায় আসেন। দুঃখের ব্যাপার হলো বহু মানুষ বিশেষ করে বাঙালিরা সেই রাজার নাম এবং তার গুরুদেবের নাম জানেন। কিন্তু এই জায়গায় বিশেষ কেউ যায় না।এই জায়গা হল ছোট ছোট পাহাড়ের ঘেরা একটা ছোট রাজ্য খেতরী। ওখানকার রাজা হলেন অজিত সিং এবং তার গুরু হলেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ ।

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

এটা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আরও একজনের কথা তত বেশি জানা নেই । সেই তৃতীয় জন হলেন বাইজি ময়নাবাঈ। যে স্বামীজীর বক্তৃতায় সারা বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল , যার বক্তৃতা শোনার জন্য বহু বিদেশি গুনী মানুষ অধীর আগ্রহে জমায়েত হতেন, সেই স্বামীজীর সঙ্গে এই বাইজির কি সম্বন্ধ ? ফিরে যাই একটু পিছন দিকে । রাজা অজিত সিং এর দুই কন্যা সূর্য কুমারী ও চন্দ্র কুমারী । কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের কোন পুত্র সন্তান হয়নি। এ ব্যাপারে রাজা খুবই মনমরা হয়ে থাকেন । কারণ ছেলে না হলে রাজ্য ইংরেজরা নিজেদের দখলে নিয়ে নেবে। তাই একদিন তার মনের কথা তার গুরুদেবকে নিবেদন করে বললেন, তার আশঙ্কার কথা । সব শুনে তার গুরুদেব বললেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে ।তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে এরপর যথাসময়ে তার রানী গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে তাদের একটি পুত্র সন্তান হলো। আমাদের যেমন ছ'মাসে মুখে ভাত হয়, তেমনি ওখানকার রীতি অনুসারে ছ'মাসের পর শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। রাজা অজিত সিং মনে করলেন এই অনুষ্ঠানে তার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে আসতেই হবে। তাই তার দেওয়ান মুন্সি জগমোহন কে পাঠালেন নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে। কয়েকদিন আগেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য স্বামীজি চলে এলেন। যেদিন কে অনুষ্ঠান সেই দিনকে সারা রাজপ্রাসাদ জুড়ে প্রদীপ দিয়ে সাজানো হলো।কি সুন্দর ই না দেখতে লাগছে সারা প্রাসাদ । বিকেল বেলায় যখন রাজামশাই ও তার গুরুদেব রাজ্যের রাজপ্রাসাদের ফিরে আসলেন তখন গুরুদেব প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এরপর স্বামীজি রাজপ্রাসাদে ঢুকে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবেন এমন সময় রাজা অজিত সিং অনুরোধ করলেন এখন এখানে সব সম্মানীয় অতিথিরা এসে পৌঁছবে। আর এখানকার রীতি অনুযায়ী গানবাজনার আসর বসবে এখানে। একজন বাইজি আসবেন যার মধুর কণ্ঠস্বর সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করবেই। আমার সঙ্গে আসরে চলুন স্বামীজি । অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ারে গিয়ে বসলেন স্বামীজি এবং মনে মনে ভাবলেন আমি তো সন্ন্যাসী এই জায়গা ঠিক আমার জন্য নয় ।এমন সময় বাইজি ময়নাবাঈ ঘরে প্রবেশ করলে আগে থেকেই ওর সহযোগীরা যথারীতি বাদ্য যন্ত্র বাজানো শুরু করে দিয়েছিলেন ।বাঈজি ঢুকে সবাইকে আদাব জানিয়ে গান ধরতে গেলেন যেই ঠিক তখনই স্বামীজি নিজের ঘরে তিন তলার দিকে যাবার জন্য উঠে পড়লে ,সেই সময় মহারাজা অজিত সিং ফিসফিস করে স্বামীজিকে বললেন - এর দুই একটা গান শুনে যান অপূর্ব এর গলা। এর গান শোনার জন্য সমস্ত রাজামহারাজারা অপেক্ষা করে থাকে । তবুও স্বামীজি নিজে থাকতে সম্মত হলেন না । তাকে চলে যেতে দেখে ময়নাবাঈ একটা ভজন ধরলেন ,,প্রভু মোরে অবগুন চিত না ধরো,,। স্বামীজি নিজের ঘরে বসে গানটা শুনে বুঝতে পারলেন বাঈজী কেন এই গানটা ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে আসলেন । তাকে দেখে আরো কিছু ভজন গান গাইলেন।স্বামীজী বসে সব গান শুনলেন। গান শেষ হয়ে যাবার পর, নিজেই ময়না বাঈকে মা বলে সম্বোধন করে বললেন- তুমি আমায় ক্ষমা করো মা, তুমি ঠিকই বলেছ পরশমণি দেখেনা লোহা কোথায় ছিল বা কি কাজে ব্যবহার হতো সে। যেকোন লোহাই পরশমনির সংস্পর্শে আসলে তা সোনা হয়ে যায়। এরপর সবাই জানেন যে স্বামীজীর নাম বিবেকানন্দ, মাথায় বাঁধা পাগড়ী ও গেরুয়া পোশাক এবং আমেরিকা যাওয়ার টিকিট সবই অজিত সিং বহন করেন। স্বামীজী বিদেশ থেকে যখন ফিরে আসেন তখন অজিত সিং একটা বড় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তখন বহু মানুষ তার সঙ্গে কথা বলেন এবং উপদেশ নেন । সেই সময় ময়নাবাঈও দেখা করতে চান ,জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি তাকে ডেকে পাঠান। তিনি ঢুকে প্রশ্ন করেন আমরা যারা এই ঘৃণ্য পেশার সঙ্গে যুক্ত আমাদের কি কোন মুক্তি হবে না?

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি বলেন- কেন হবে না ! নিশ্চয়ই হবে! মন প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকো আর কিছু অনাথ বাচ্চাকে মানুষ কর। সেই কথা শুনে ময়না বাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরপর স্বামীজি ফিরে এসে বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। তারপর ১৯০২ সালে স্বামীজি দেহ ত্যাগও করেন। তারপর বহুদিন পরে মিশনের কোন এক ব্রহ্মচারী মহারাজ ক্ষেত্রীতে যান এবং খোঁজ করেন সেই ময়না বাঈয়ের।বহুলোককে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কেউ সঠিক কিছুই বলতে পারছিল না তার খবর। সবাই খালি এক কথাই বলতো যে সে আর গান করে না। কোন একজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে সন্ধান দেন যে শহরের বাইরে সে একটি কুঠিয়া করে থাকে ।

খোঁজ করতে করতে সেই ব্রহ্মচারী মহারাজ সেখানে গিয়ে দেখেন ঐ কুঠিয়ার মধ্যে স্বামীজির একটা ছবি রয়েছে। আর পদপ্রান্তে রয়েছে কিছু স্থানীয় গাছের ফুল। আর রয়েছে সেখানে কিছু ছোট ছোট অনাথ বাচ্চা।ঐ শিশুদের মানুষ করছে ময়না বাঈ। ব্রহ্মচারী মহারাজ যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন - আপনি এখন আর গান করেন না শুনলাম, কেন?কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ময়না বাঈ বললেন - আমি স্বয়ং ঈশ্বরকে গান শুনিয়েছি তাই আর কোন মানুষকে শোনাতে চাই না।

সেই কথার পরে দুজনেই চুপ করে গেলেন । এই চুপ করার মধ্যে দুজনে দুজনকে অনেক কথাই বললেন যা অন্য কেউ জানল না। পরশমনির ছোঁয়ায় লোহা আজ সোনা হয়ে গেছে।

জানা অজানা

কলম্বিয়ায় মাটি ধসে নিহত ১৫, যাতায়াত বন্ধ

মঙ্গলবার মধ্য কলম্বিয়ায় মাটি ধসে যাওয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫জন। আরো বেশ কিছু মানুষ আটকে থাকায় চলছে উদ্ধারকার্য। রাজধানী বোগোটার সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলকে সংযুক্ত করা একটি হাইওয়ে অকেজো হয়ে পরেছে এই ধস নামার ফলে। প্রবল বৃষ্টির ফলে সমতলভূমিতে বেশি পানি জমে যাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। দমকলকর্মী ক্যাপ্টেন আলভারো ফারফান সংবাদমাধ্যমকে বলেন যে ১৫ জনকে 'প্রাণহীন' অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আরো ছয়জন আহত হন।

বোগোটা থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কেতামে শহরের বেশ কয়েকটি বাসা ভেঙে যায় ধসের কারণে। বোগোটা-ভিয়াভিসেনসিও হাইওয়ের একটি সেতু ও একটি টোল বুথ ভেঙে যায়।

পাহাড়ের কাছে বা নদীর ধারে থাকা বাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার কথা জানাজানি হলে পরিবার পরিজনেরা ছুটে যান সেখানে প্রিয়জনের খোঁজে।

এই ধস পূর্ব কলম্বিয়া ও বোগোটার মাঝে পণ্যের চলাফেরাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, কারণ এই পথ দিয়েই যাওয়া আসা করে এই অঞ্চলের প্রয়োজনীয় মাংস, তেল ও চাল।

কলম্বিয়ার সামরিক বাহিনীর ৮০ জন সৈনিক মোতায়েন করা হয়েছে উদ্ধারকার্যে সাহায্যের জন্য। কিন্তু এমন দুর্যোগ নতুন নয়। কলম্বিয়াতে বর্ষাকালের সূচনা হয় জুনে, যা চলে নভেম্বর পর্যন্ত।

গত বছর মৌসুমী বৃষ্টিতেই প্রায় তিনশজন প্রাণ হারান।

২০২২ সালের এই প্রবল বর্ষাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের আবহাওয়া বিভাগ চলতি মাসেই বলে যে এই অঞ্চলে ঘটে চলা দুর্যোগের পেছনে ছিল 'লা নিনা', যা মাটিকে ঠাণ্ডা করে বন্যার প্রবণতা বাড়ায়।

জাতিসংঘ এও বলে যে এই সবই আসলে 'মানুষের সৃষ্টি জলবায়ু পরিবর্তনের' চিহ্ন বহন করে।

শ্রাবন মাসেই কেন শিব বাবার মাথায় জল ঢালা হয়

সুনীল কুমার দে

শ্রাবন মাস অর্থাৎ শিবের মাস।শ্রাবন মাসের প্রতি সোমবারে প্রতিটি শিবালয় কে সাজানো হয়।শিব ভক্তেরা গেরুয়া কাপড় পরে কাঁধে বাঁক নিয়ে কোনো জলাশয় থেকে জল উঠিয়ে পায়ে হেঁটে বোল বোম,তারক বোম,জয় ভোলানাথ প্রভৃতি জয় ঘোষ করতে করতে কাতারে কাতারে শিবালয়ে যায় ও বাবার মাথায় জল ঢালে,ভক্তি করে,পুজো করে আবার কেউ কেউ মানত ও করে।ভক্তি ও বিশ্বাসের আগে কোনো কথা চলে না।মানো তো শিব নাহী তো পাত্তর।

এর পিছনে একটি পৌরাণিক কথা আছে।শ্রাবন মাসে দেবতা ও দানব মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিলো।মন্দার পর্বত ছিলো মন্থনের পাথর ও বাসুকি নাগ ছিলো মন্থনের দড়ি।দেবতারা ল্যাজের দিকে ও দানবেরা মুখের দিকে ধরে করেছিলো সমুদ্র মন্থন।সমুদ্র মন্থনে মন্দার পর্বত টিকে ধারণ করেছিলেন ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপ রূপ ধারণ করে।সমুদ্র মন্থনে অনেক কিছু উঠেছিলো তার মধ্যে লক্ষী,ঐরাবত,কল্প বৃক্ষ,ধনত্বরী,অমৃত প্রভৃতি।অতিরিক্ত মন্থনের ফলে বিষ ও উঠেছিলো।জগৎ কে রক্ষা করার জন্য মহাদেব সেই বিষ পান করে নীলকন্ঠ হয়েছিলেন।বিষের জ্বালায় শরীর যখন জ্বলতে থাকে তখন জ্বালা নিবারণ করার জন্য মা আদ্যাশক্তি মহামায়া শিব ঠাকুর কে স্তন পান করিয়ে ছিলেন ও সব দেবতারা মিলে মাথা ও শরীর ঠান্ডা করার জন্য শিবের মাথায় গঙ্গা জল ঢেলেছিলেন।সেই থেকে শ্রাবন মাসে শিবের মাথায় জল ঢালা শুরু হয় যে ধারা আজও সমান ভাবে অব্যাহত রয়েছে।

পাঠকের চিঠি

তোমায় যেন ভুলে না যাই

যখন কোনো কাজ আমি করছি ও আমরা করছি বলে মনে করি তখন আমাদের মনে অহংকার জন্মে।মান অভিমান হয়,শত্রু মিত্রের বিচার আসে তখন ভগবান দূরে থাকেন। ঠাকুর এটাকে কাঁচা আমি বলেন।যখন মনে তুমি করছ, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কাজ হওয়ার নয়,আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী বলে বোধ হয় তখন মন থেকে অহংকার দূর হয়,মান অভিমান ও শত্রু মিত্রের ভাব চলে যায়।তখন মনে ভক্তির উদয় হয়,সবার প্রতি ভালোবাসা জন্মে,সবাই কে আপন মনে হয়।ঠাকুর একে পাকা আমি বলেছেন। এই পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভালো মন্দ,পাপ পুন্য,পাপী ধার্মিক,ভক্ত অভক্ত দুই থাকবে তানাহলে সৃষ্টি চলবে না,সুন্দর হবে না।যেখানে রাম,সেখানে রাবন,যেখানে কৃষ্ণ সেখানে কংস থাকবেই।পৃথিবীতে কোনো যুগেই সবাই ভালো ছিলো না আবার সবাই খারাপ ও ছিলো না,আর ভবিষ্যতে ও কোনোদিন সবাই ভালো হবে না আবার সবাই খারাপ ও হবে না।তাই কলিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।যারা বুদ্ধিমান ভক্ত তারা আমবাগানে কত গাছ আছে, কত আম ধরেছে বিচার না করে মালিকের সাথে দেখা করে দু চারটা আম পেড়ে খায়। তাই প্রকৃত ভক্ত ঠাকুরের কথায় ঘটি টা পুকুরের কোনখানে পড়েছে জেনে তাকে পাওয়ার জন্য ডুব মারে।তাই মন বলতে চায়, আমি সব সপেছি তোমার পায়ে আমার কিছু নাই,প্রেমের ঠাকুর তোমায় আমি প্রণতি জানাই।

আমার আমার আমি করে বৃথাই আমি মরি ঘুরি মরে,
তুমি আছো মোর হৃদয় জুড়ে বাহিরে খুঁজি বৃথাই।
ডাকবো তোমায় যেখানে যখন,প্রভু তুমি এস তখন,
তুমি ছাড়া মোর কে আছে আপন,বলো আমি কোথা যাই।।

তাই ঠাকুরের কাছে আমাদের এইটুকু প্রার্থনা তুমি যে অবস্থাতেই রেখো না কেনো তোমায় যেন ডাকতে পারি,তোমায় যেন ভুলে না যাই।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে বুধবার সকালে অসমে আসছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন

রাজ্যের ৪২ টি দল সংগঠনকে আমন্ত্রণ, ৫০০ আপত্তি দাবি পরামর্শ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে এসে গেছে অসমের লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন সেই দিন। সারা রাজ্যে জুড়ে অব্যাহত থাকা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ দেবার স্বার্থে তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে বুধবার সকালে অসমে এসে উপস্থিত হবে পূর্ণ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে রাজ্যের ৪২ টি দল সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় অংশ নেবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বাধীন পূর্ণ নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন সংক্রান্তে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যক্তি থেকে ৫০০ এর অধিক আপত্তি দাবি পরামর্শ হাতে পেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত গত ২০ জুন লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনরবিন্যাসের ক্ষেত্রে খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকেই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে শাসক বিরোধী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ডিলিমিটেশন খসড়া ঘিরে শাসক বিরোধী উপলক্ষে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ইতিমধ্যে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া গত ১১ জুলাই শেষ সময়সীমার আগেই ডিলিমিটেশন নিয়ে দল সংগঠনগুলো নিজেদের আপত্তি দাবি কিংবা পরামর্শ ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করেছে। অবশেষে এবার সরাসরি দল সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিমের উদ্দেশ্যে বুধবার রাজ্যে এসে হাজির হবে পূর্ণ নির্বাচন কমিশন। ১৯, ২০ এবং ২১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং বিধানসভা তথা লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে দল সংগঠন গুলোর সঙ্গে তিনজন নির্বাচন কমিশনার সরাসরি মত বিনিময় করবেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্র গুলো নিয়ে বিভিন্ন দল সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবে পূর্ণ নির্বাচন কমিশন। শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ, মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ এবং ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এক্ষেত্রে ৪২ টি দল সংগঠনকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রত্যেক দল সংগঠনের পাঁচজন করে সদস্য এই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। বুধবার দুপুর থেকে নির্বাচন কমিশনের এই শুনানি গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের প্রতিটি দল সংগঠন নিজেদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ গড়ে তুলেছে।

বুধবার বেলা দুটোয় শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে কামরূপ মহানগর, পশ্চিম কার্বি আংলং, চিরাং, বাক্সা এবং ডিমা হাসাও নিয়ে আলোচনা হবে। মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে ওদালগুড়ি, কার্বি আংলং এবং কোকরাঝাড় জেলা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সূচি রয়েছে। একইভাবে ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে কামরূপ জেলা নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। ২০ জুলাই সকাল সাড়ে নটা থেকে দুটা পর্যন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, বঙাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি এবং শোনিতপুর জেলা নিয়ে আলোচনা হবে। মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে নগাঁও, মরিগাঁও এবং ধুবড়ি জেলা সংক্রান্ত আলোচনার প্রস্তাব রয়েছে। ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে হাইলাকান্দি, কাছাড়, দরং এবং দক্ষিণ শালমারা জেলা সংক্রান্তে শুনানি গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে ২০ জুলাই দুপুর তিনটা থেকে শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনৈতিক দল গুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন মত বিনিময় করবে। একইভাবে ২১ জুলাই সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে তিনসুকিয়া, ধেমাজি এবং লক্ষিমপুর জেলা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। একই সময়ে মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে ডিব্রুগড় চড়াইদেউ, গোলাঘাট এবং মাজুলী জেলা নিয়ে শুনানি গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন। ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে শিবসাগর এবং যোরহাট নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

রাজ্যসভার সাংসদ হবার ক্ষেত্রে অজিত ভূঁইয়াকে সাহায্য করার বিষয়ে ফের মন্তব্য বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেসের দু একজনকে বাদ দিয়ে বাকি সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে স্বীকারোক্তি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অজিত কুমার ভূঁইয়াকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার সাহায্য ছিল। অন্যথায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনোই রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হতে পারতেন না। তবে এক্ষেত্রে কোনো বোঝাবুঝির চুক্তি নেই। অজিত কুমার ভূঁইয়াকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র সাহায্য করেছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন সক্রিয় হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ঘিরে অনবরত নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তবে এবার এক্ষেত্রে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ হবার জন্য সম্পূর্ণ জাতিকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন অজিত ভূঁইয়া। তবে এটা না করার জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রয়োজন হলে অজিত কুমার ভূঁইয়াকে বিজেপি থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করে দেওয়া যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া অজিত কুমার ভূঁইয়াকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেছিলেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আক্রান্তমক হয়ে উঠেছেন রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, অপমান করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমিপুত্র সংক্রান্তে বিজেপি কিংবা মুখ্যমন্ত্রী একটি নতুন ধরনের রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এই রাজ্যসভার সাংসদ। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া তাকে মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। বরং বিরোধীপক্ষের সাংসদ হিসেবে তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা বিজেপির ক্ষেত্রে দল বিরোধী কার্যকলাপ। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের ব্যবস্থা নেবার জন্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার প্রতি আহ্বান জানান সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া। তবে এবার ফের সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার মহানগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অজিত কুমার ভূঁইয়া এই বিষয়টি অস্বীকার করলে চলবেনা। কারণ তিনি বিধানসভায় আসার পর থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুধুমাত্র অজিত কুমার ভূঁইয়া রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এটা আগে কখনো হয়নি। এমনকি এক সময় রাজ্যসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ৩০ টি আসন কম থাকার পরেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস। ফলে অজিত কুমার ভূঁইয়া কিভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ হলেন সেটা তদন্ত করলেই আসল সত্য বেরিয়ে পড়বে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিপদে পড়লে সাহায্য করা তার ধর্ম। এক্ষেত্রে বোঝাপড়ার কথা নেই। কোনদিন তিনি স্বয়ং বিপদে পড়লে কেউ তাকে সাহায্য করবে সেই আশা করেই তিনি অজিত কুমার ভূঁইয়াকে সাহায্য করেছিলেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে সারা অসম ছাত্র সংস্থা এবং কংগ্রেস একে অপরকে দোষারোপ করার ক্ষেত্রে তার কোন কিছু বলার নেই। তিনি নিজের কাজ করে যাবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আজও কংগ্রেসের বিধায়কদের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি এদিন কংগ্রেসের দুজন বিধায়ক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কংগ্রেস বিদারদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন বলেও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২২ বছর একটি দলে থাকার পর সেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। দু একজনের কথা বাদ দিলে কংগ্রেসের বাকি প্রত্যেকের সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক রয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আগামী ডিসেম্বরে আগে অব্যাহত থাকা সড়ক নির্মাণ কাজ এবং দুর্গাপূজার আগে সড়ক মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে অব্যাহত থাকা বন্যা পরিস্থিতির ফলে বিভিন্ন এলাকায় সড়ক নির্মাণের কাজ স্থবির হয়ে রয়েছে। এর ফলে সাধারণ জনতা ব্যাপকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন দল সংগঠন বেহাল সড়ক ব্যবস্থার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা আঃেদালন কার্যসূচী পালন করেছে। এবার এক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে আগামী ডিসেম্বরে আগে অব্যাহত থাকা সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এবং দুর্গাপূজার আগে সড়ক মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত পূর্ত বিভাগের সম্মেলন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে মঙ্গলবার পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মতবিনিয়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বৈঠকে তিনি রাজ্যে অব্যাহত থাকা সড়ক নির্মাণের যাবতীয় কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে সবিস্তার খতিয়ে দেখেছেন। বিশেষ করে সড়ক নির্মাণের জন্য সরকার বরাদ্দ করা অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদন্ড বজায় রাখা সংক্রান্তে ইঞ্জিনিয়ারদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া নির্ধারিত সময়ে সড়ক নির্মাণে কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের সক্রিয় হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অসমের মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড এবং টাউন গুলোর সড়ক নির্মাণ করার জন্য তাদের ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে কোন শহরে কত টাকা যাবে সেটাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবে পুরসভা গুলো প্ল্যান এবং এস্টিমেট বানিয়ে সেটা সরকারের কাছে দাখিল করবে। তিনি বলেন সড়কগুলির নবীকরণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পথ নবীকরণ যোজনার অধীনে ১২০০ কিলোমিটার সড়ক নবীকরনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর উন্নত পাকা পথ যোজনার অধীনে ১৬০০ কিলোমিটার এই বছর অসমে নতুন করে সড়ক নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিনের সভায় মূলত সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ করা অর্থের উচিত ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অব্যাহত থাকা সড়ক নির্মাণে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্গা পূজার আগে সড়ক মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য একইভাবে পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্রুতভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। এটা হলে অতি শীঘ্র রাজ্যে উন্নত মানের সড়ক ব্যবস্থার লাভ সাধারণ জনতা নিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হিন্দু বাঙালি সহ কোনো হিন্দুই ভারতে বিদেশি নন বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার ঃ বুদ্ধিজীবী ডঃ হীরেন গোহাই এর কথায় অসম চলে না

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু বাঙালিরা কোনভাবেই বিদেশি নন। হিন্দু বাঙালি সহ কোনো হিন্দুই ভারতে বিদেশি নন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন বিজেপিতে বাংলাদেশী নেই। তবে বাংলাদেশ মুলের থাকতে পারে। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ দলে বাংলাদেশী নাগরিক নিশ্চয় রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন হয়েছিল। সেই সূত্র মতে যেকোনো হিন্দু নাগরিক ভারতে বিদেশি নন। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু নাগরিকরা ভারতে কোনভাবেই অবৈধ নাগরিক নয়। তিনি বলেন একইভাবে বিজেপিতে কোনো বাংলাদেশি নেই তবে বাংলাদেশী মুলের থাকতে পারে। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ দলে নির্ঘাত বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। অন্যদিকে উজান অসমের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ হীরেন গোহাই এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন ডঃ হীরেন গোহাই কে। একজন ব্যক্তি অসম নাকি। ডঃ হীরেন গোহাই এর মধ্যে অসম চলবে নাকি। এটা কোনভাবে মানা যাবে না। তিনি কার সমর্থনে নিজের স্মৃতি নিয়েছেন। ডিলিমিটেশন খসড়ার প্রত্যেককে সমর্থন জানিয়েছেন। সবাই বলছেন এই খসড়া ভূমিপুত্রদের জন্য ভারতীয়দের জন্য একটি শক্তিশালী ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে হবে। এই খসড়াটি ভূমিপুত্র দের জন্য, উপজাতিদের জন্য এবং ভারতীয়দের জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা হবে বলে প্রত্যেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে ডঃ হীরেন গোহাই এর কথা কেউ মানবে না। কারণ তার কোনো স্থিতি নেই। নিজের স্থিতি সর্বদা পরিবর্তন করেন হীরেন গোহাই। ফলে এইসব কথা কেউ মানবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের আগে ৩২০০০ এর বেশি সরকারি চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে অসম সরকার

এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়িয়ে যেতে চলেছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সরকারি চাকরির অপেক্ষারত যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। সরকারি চাকরি সংক্রান্ত এক খুশির খবর নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চলতি বছরের ১০ সেপ্টেম্বরের আগে ৩২০০০ এর বেশি সরকারি চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চলেছে অসম সরকার। এক টুইট করে এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়িয়ে যেতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গত ২৫ মে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপারা পশু চিকিৎসালয় ময়দানে ৪৪৭০৩ যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরির নিযুক্তিপত্র বিতরণ করেছে অসম সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে আযোজিত এই নিযুক্তিপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের তৃতীয় বর্গ, চতুর্থবর্গ সহ শিক্ষা, পুলিশ, পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত ইত্যাদি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে যুবকযুবতীদের নিযোগ করা হয়েছে। এবার এই ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার এক টুইট করে ১০ সেপ্টেম্বরের আগে ৩২০০০ এর বেশি সরকারি চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইট অনুযায়ী এই ৩২৬৮৯ টি সরকারি চাকরির পদের মধ্যে গৃহ বিভাগের অধীনে রয়েছে ৪০৯৭ টি পদ। একইভাবে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে ৫১০৫ টি পদ, শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১০২৯৯ টি পদ, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের অধীনে ১১৭৬ টি পদ রয়েছে। তাছাড়া সরকারের তৃতীয় বর্গের অধীনে ৭০৭৩ টি পদ এবং চতুর্থ বর্গের অধীনে ৪৯৩৯ টি পদে যুবক যুবতীদের নিযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য আগস্টের শেষে কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে নতুন সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে বহুদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। অবশেষে সেটা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

ফালাকাটা পোস্ট অফিসের ভেতরে বৃষ্টির জল, ছাতা নিয়ে সেবা নিচ্ছেন গ্রাহকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ বৃষ্টিতে ফালাকাটার পোস্ট অফিসে ভেতরে এক হাঁটু জল ছাতা মাথায় দিয়ে কোনরকমে পরিষেবা নিচ্ছে গ্রাহকরা, সমস্ত কম্পিউটার মেশিনপত্র জল থেকে বাঁচানোর জন্য প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো রয়েছ ড ফালাকাটা পোস্ট অফিসের টিনের চাল ফুটো হয়ে সেখান দিয়ে জল পড়ছে অনবরত, যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে গ্রাহক পরিষেবা, পোস্ট অফিসের ভিতরে ঢুকেও গ্রাহকরা ছাতা মাথায় কাউঃটারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ঘরের মেঝের মধ্যে জল জমে রয়েছে, পোস্ট অফিসের কম্পিউটার এবং দরকারি দলিল পত্র সবগুলোই প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে যাতে সেগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, পোস্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে বহুদিন ধরেই এরকম বেহাল অবস্থা হয়ে পড়ে আছে বিগত কয়েক বছর ধরে ডিভিশনাল অফিসে জানিও কোন লাভ হয়নি বলে জানায় পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ, এদিকে গ্রাহকদের অভিযোগ যে পোস্ট অফিসে এসেও ছাতা মাথায় দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এবং মেঝের মধ্যেও জল জমে আছে যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে কাজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরিসেবা সঠিকভাবে পাচ্ছিনা গ্রাহকরা এমনটাই অভিযোগ ফালাকাটা পোস্ট অফিসে আসা গ্রাহকদের,

তৃণমূলের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী জলপাইগুড়ি হকার যুবক

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রকমের খাবারের প্যাকেট ফেরি করেন মানব সেন নামে এই তরুণ। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি রোড এলাকার বাসিন্দা এই তরুণ পেশায় ফেরিওয়ালা হলেও তাঁর জীবনের লক্ষ্য সমাজসেবা করা। এজন্যই এবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে টিকিট পেয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন মানব। তাঁর বিপক্ষে ছিল কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী। যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয় পেয়ে নজির গড়েছেন ফেরিওয়ালা মানব। ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ এলাকা থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন মানব। তবে ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীর তুলনায় ১৫৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক দলে পা রাখার পর প্রথম নির্বাচনে জয়ী হয়েও মানব যেন আগের মতোই মাটির মানুষ। মনের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে গোপন রেখেই ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন নিজের কাজে।

বিজয় মিছিলে তৃণমূলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন

মালদা ঃ পারিবারিক ঝামেলার রেশ গিয়ে পড়ল তৃণমূলের বিজয় মিছিলে । তৃণমূলের দুই গ্রুপের ঝামেলায় মারধরে চাঁচল দু নম্বর ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাণপুর এলাকায় নিহত মফিজউদ্দিন । অভিযোগ বিজয় মিছিলের সময় জালালউদ্দিনের গোষ্ঠী হামলা চালায় বিজয়ী প্রার্থী তারিকুল শেখের মিছিলে। মফিজউদ্দিনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। আজ চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে মৃত্যু হয় মফিজউদ্দিনের। ইতিমধ্যে চাঁচল থানার আইসি আসেন হাসপাতালে, খোঁজ নেন পুরো বিষয়

জার্মানির সুইমিং পুল সহিংসতামুক্ত রাখতে সবই করা হোক

বার্লিন ঃ জার্মানিতে গ্রীষ্মে একা বা পরিবারসহ সময় কাটানোর এক আদর্শ স্থান সুইমিং পুল। অনেক উন্মুক্ত পুল রয়েছে যেখানে গ্রীষ্মের দিনে ভিড় এত বেড়ে যায় যে অনেক সময় চাইলেও যাওয়া যায় না। সেই পুলে তৈরি হয়েছে অন্য সংকট।

ঘটনা মূলত ঘটেছে বার্লিনে। সেখানে একাধিক সুইমিং পুলে বেশ কয়েকবার সহিংস ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ কিছু তরুণযুবা সুইমিং পুলে গিয়ে মারামারিতে জড়িয়েছেন, সেখানকার কর্মীদের নির্দেশনা অনুসরণ করেননি, পুলের নিয়মকানুন মানেননি আর সবমিলিয়ে সেখানে থাকা সাধারণ শিশু কিশোর ও পরিবার নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন।

উন্মুক্ত সুইমিং পুলে গিয়ে যারা এসব ঘটনায় জড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে অভিবাসী বংশোদ্ভূতরাও রয়েছেন বলে জানাচ্ছেন রাজনীতিবিদেরা। আর এসব ঘটনা কিছু সুইমিং পুলে বারবার ঘটায় বিষয়টি নিয়ে বাড়তি উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

আপাতত বার্লিন কর্তৃপক্ষ সুইমিং পুলে প্রবেশের আগে অনলাইনে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এবং প্রবেশের সময় তাদের পরিচয়পত্র যাচাই বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সুইমিং পুলে পুলিশের উপস্থিতিও বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবং যারা বারবার নিয়ম ভঙ্গ

করছে তাদেরকে সুইমিং পুলে নিষিদ্ধও করা হচ্ছে। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নজরদারি ক্যামেরা বাড়ানোর বিষয়টি।

আরো কী করা যায় বা যা করা হয়েছে তা আইনসিদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। তবে এটা পরিস্কার যে বার্লিন কর্তৃপক্ষ শহরের সুইমিং পুল নিরাপদ রাখতে বেশ সচেষ্ট। জার্মানির সুইমিং পুলগুলোতে নিয়মিত যাই আমি। আমার সন্তানরাও গ্রীষ্মের দিনগুলোতে পুলের পানিতে জলকেলিতে মেতে উঠতে ভালোবাসে। জার্মান আবহাওয়া এবং সংস্কৃতিতে এটা একটা স্বাভাবিক চর্চা।

জার্মানিতে বহুদেশের মানুষ একত্রে বসবাস করছেন। সুইমিং পুলেগেলেও সেটা বেশ বোঝা যায়। পুলের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে যে যার মত সময় কাটাতে পারেন সেখানে। সাঁতারের পোশাকেও নানারকম বৈচিত্রতা রয়েছে। যার যেটা ভালো লাগে পরেন।

কোলনে সম্প্রতি এমন নিয়মও করা হয়েছে যাতে নারী পুরুষ উভয়েই চাইলে সুইমিং পুলে টপলেস ঘুরতে পারবেন। আগে সাধারণত শুধু পুরুষরা এটা পারতেন, নারীদের বক্ষদেশও আবৃত রাখতে হতো। এখন সেই নিয়ম বদলানো হয়েছে সুইমিং পুলে সবার স্বাধীনতা, সমঅধিকার নিশ্চিত করতে।

আমি যেসব সুইমিং পুলে এখন অবধি গিয়েছি সেসবে সাধারণত কেউ কাউকে বিরক্ত করতে দেখিনি। অন্তত আমার চোখে এরকম কিছু পরেনি। বরং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বহুসংস্কৃতির মানুষের মিলনমেলা দেখেছি সেখানে।

গ্রীষ্মে একা কিংবা শিশু সন্তান, পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য সুইমিং পুলকে আমার আদর্শ স্থান মনে হয়। আর এই বিষয়টি ধরে রাখতে জার্মান সরকারের সব উদ্যোগই গ্রহণ করা উচিত। শান্তিপুর্ণ স্থানে উচ্ছৃঙ্খলা প্রশ্রয় দেয়ার সুযোগ নেই।

অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো পুরুষদের শৈল্পিক সাঁতার

ফুকুওকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিল মে এবং অন্যান্য পুরুষ সিঙ্ক্রোনাইজড সাঁতারুরা আগে অনেক কটু কথা শুনেছেন। তাদেরকে এখন শৈল্পিক সাতারু বলা হয়। কিন্তু শেষ হাসি তারাই হাসছে। পুরুষরা কয়েক দশক ধরে নিম্ন স্তরে সিনক্রোতে প্রতিযোগিতা করেছে। এখন এটিকে অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্যারিসে আগামী বছরের গ্রীষ্মকালীন গেমসে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে এপিকে মে বলেছেন, আমি মনে করি খেলাধুলার জন্য এটি আরও বেশি পুরুষদের আকৃষ্ট করার বিশাল একটি সুযোগ। পুরুষদেরকে এই খেলার বাইরে রেখে আপনারা খেলাকে সীমাবদ্ধ করছেন। পুরুষদেরকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই খেলার জনপ্রিয়তায় এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি দেখতে পাবেন।

মেকে মেদহীন বডি বিল্ডারের মতো দেখায়। ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো যখন সিঙ্ক্রো ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন তিনি এই খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রথম পুরুষদের মধ্যে ছিলেন। তিনি অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অবসর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

এটি আপনাদের পূর্বসূরিরা যেমন সাঁতার দেখেছেন, অর্থাৎ পানিতে ব্যালে বা রাবারের ক্যাপ পরে কয়েকটি তরঙ্গ তৈরি করা তেমন কিছু নয়। ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে প্রবর্তিত খেলা থেকে এটি বিচ্ছিন্ন। অ্যাক্রোবেটিক টিম ইভেন্ট, বিশেষত লিফট, থ্রো এবং ফ্লিপ এবং ডাইভিং রুটিনগুলো জলের নীচে চলা সতীর্থদের কাধ থেকে শুরু করে। তারা পানির ওপর জিমন্যাস্টিকস করে, কনকাশনের ঝুঁকিতে থাকে।

এশিয়া কাপের সূচি ঃ ক্যান্ডিতে খেলার দুই দিন পরেই লাহোরে ম্যাচ বাংলাদেশের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ সূচির অনেকটাই জানা গিয়েছিল আগেই। এবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করল ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের সূচি। গ্রুপপর্বে বাংলাদেশ দুটি ম্যাচ খেলবে দুই দেশেশ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ক্যান্ডিতে খেলার পর লাহোরে হবে আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ। তবে দুটি ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ সময় পাবে মাত্র দুদিন। ৩১ আগস্ট ক্যান্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলার পর আফগানিস্তানের সঙ্গে লাহোরের ম্যাচটি হবে ৩ সেপ্টেম্বর। দুটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল উঠবে সুপার ফোরে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বা রানার্সআপ যেটি হয়েই সুপার ফোরে বাংলাদেশ উঠুক না কেন, তাদের অবস্থান হবে বি২। সে অনুযায়ী সুপার ফোরে উঠলে প্রথম ম্যাচটি হবে লাহোরে, যেখানে প্রতিপক্ষ ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দল। পাকিস্তান উঠলে তারাই হবে এ১, আর নেপাল উঠলে তারা। সুপার ফোরে উঠলে বাংলাদেশের পরের দুটি ম্যাচ হবে কলম্বোতে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও দুটি ভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে খেলতে হবে দুদিনের মধ্যে। ৯ সেপ্টেম্বর কলম্বোতে সুপার ফোরের দুটি ম্যাচ। গ্রুপপর্বে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচটি ক্যান্ডিতে ২ সেপ্টেম্বর। সুপার ফোরে দুই দল উঠলে তাদের ম্যাচটি ১০ সেপ্টেম্বর, কলম্বোতে। এবারের এশিয়া কাপের ফাইনাল ১৭ সেপ্টেম্বর, কলম্বোতে। এশিয়া কাপ খেলতে ভারত পাকিস্তানে যেতে রাজি না হওয়াতেই ‘হাইব্রিড মডেলের’ পথে হাঁটতে হয়েছে পিসিবিকে। বেশ অপেক্ষার পর পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবারের এশিয়া কাপ। গ্রুপ ‘এ’তে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে আছে প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপে সুযোগ পাওয়া নেপাল। গ্রুপ ‘বি’তে বাংলাদেশের সঙ্গী শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

এশিয়া কাপের সূচি

৩০ আগস্ট, পাকিস্তান-নেপাল, মুলতান
৩১ আগস্ট, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা, ক্যান্ডি
২ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তান-ভারত, ক্যান্ডি
৩ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, লাহোর
৪ সেপ্টেম্বর, ভারত-নেপাল, ক্যান্ডি
৫ সেপ্টেম্বর, আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা, লাহোর

সুপার ফোর

৬ সেপ্টেম্বর, এ১-বি২, লাহোর
৯ সেপ্টেম্বর, বি১-বি২, কলম্বো
১০ সেপ্টেম্বর, এ১-এ২, কলম্বো
১২ সেপ্টেম্বর, এ২-বি১, কলম্বো
১৪ সেপ্টেম্বর, এ১-বি১, কলম্বো
১৫ সেপ্টেম্বর, এ২-বি২, কলম্বো

ফাইনাল

১৭ সেপ্টেম্বর, সুপার ফোর১-সুপার ফোর২, কলম্বো

প্রতিপক্ষের আচরণে প্যানিক অ্যাটাক, কান্নাভেজা চোখে চীনা টেনিস তারকার ‘বিদায়’

হাঙ্গেরি ঃ হাঙ্গেরিয়ান গ্রাঁ প্রিঁর প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ। লড়ছিলেন চীনের ঝাং শুয়াই এবং স্বাগতিক হাঙ্গেরির আমারিসা কিয়ারা টুথ। উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম সেটে দুজন তখন ৫-৫ গেমে সমতায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রসকোর্ট ফোরহ্যান্ডে দারুণ একটি শট খেলেন শুয়াই, যা প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল লাইনেই পড়েছে। কিন্তু লাইন আম্পায়ার সেটিকে আউট হওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। এরপর চেয়ার আম্পায়ার নেমে এসে বল যেখানে পড়েছে সেই জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং বল আউট হওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।

কিন্তু আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি ঝাং। টেলিভিশন রিপ্লেতেও দেখা যায়, বল লাইনের ভেতরই পড়েছে। ক্ষুব্ধ ঝাং তখন টুর্নামেন্ট সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলার দাবিও করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতেও ঝাং অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে খেলা বন্ধ করেননি। তবে একটু পরই বিতর্কিত মুহূর্তটির জন্ম দেন টুথ। এগিয়ে এসে বল যেখানে পড়েছিল সেটি পা দিয়ে মুছে দেন। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে এই কাণ্ড করতে দেখে ঝাংককে এ সময় চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, ‘দাঁড়াও দাঁড়াও! চিহ্নটা রাখ। কী করছ তুমি? কেন এমনটা করলে?’

প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের এই কাজ মোটেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি ঝাং। বিতর্কিত ওই গেম জিতলেও প্রথম সেট হেরে যান এই চীনা টেনিস তারকা। প্রথম সেট শেষে প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্তও হন ৩৪ বছর বয়সী ঝাং এবং ফিজিওর কাছ থেকে চিকিৎসাও নেন। এ সময় তাঁকে কাঁদতেও দেখা যায় এবং আর খেলা চালিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেন। ঝাংয়ের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হাঙ্গেরির দর্শকেরা তাঁকে দুয়োও দেন। অন্য দিকে টুথ এসে তখন ঝাংয়ের সঙ্গে হাত মেলান এবং হাত উঁচিয়ে নিজের ‘জয়’ও উদ্‌যাপন করেন।

পরে ইনস্টাগ্রামে বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন ঝাং। তিনি লিখেছেন, ‘সব চেষ্টা ও অনুশীলন

ভুল পথে গেছে। কারণ, আপনি বল লাইনের কাছকাছি মেরেছেন, এমনকি বল লাইন স্পর্শ করার পরও সেটি ‘আউট’ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।’ যাঁরা এ ঘটনায় তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ঝাং আরও লিখেছেন, ‘তোমাদের ভালোবাসি। যেসব মেয়েরা আমাকে সমর্থন দিয়েছ এবং আমার পাশে ছিলে তাদের জন্যও ভালোবাসা।’

ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২০ বছর বয়সী টুথের আচরণ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার টেনিস তারকা আজলা তোমালজানোভিচ টুইটারে লিখেছেন, ‘একেবারেই বাজে আচরণ। (ঝাং) শুয়াই মানুষ হিসেবে আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো। সে রেফারি এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে হাতও মিলিয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়ার ডাবলস খেলোয়াড় এলেন পেরেজও এ ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘অসম্মানের যে মাত্রা সেই মেয়েটি দেখিয়েছে, তা আমাকে স্তব্ধ করেছে। যদি আগামীকাল তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তবে আমি তাকে বলব, তার প্রতি আমি কতটা বিরক্ত।’

আলঝেইমার্স রোগের চিকিৎসায় মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে নতুন যে ওষুধ

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ আলঝেইমার্স রোগের চিকিৎসায় সাফল্যের নতুন মোড় আনার কারণে সমাদৃত হচ্ছে ডোনানেমাব নাম নতুন এক ধরণের ওষুধ। সারা বিশ্বে পরীক্ষা চালানোর দেখা গেছে যে, এই ওষুধ চিন্তা করার শক্তি লাঘবের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়।

অ্যান্টিবডি মেডিসিন বা দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এই ওষুধটি ডিমেনশিয়ার এই ধরনটিতে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া এক ধরনের প্রোটিনকে সরিয়ে দেয়। ফলে এটি প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

যদিও এটা কোন প্রতিষেধক নয়, তবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে যে, জামা নামে চিকিৎসা জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার ফল আলঝেইমার্স চিকিৎসায় নতুন যুগের সূত্রপাতকে নির্দেশ করছে।

যুক্তরাজ্যের ওষুধ বিষয়ক ওয়াচডগ সংস্থা এটি মূল্যায়ন করে দেখছে যে, এটিকে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বা এনএইচএস এ ব্যবহার করা যায় কিনা।

এই ওষুধটি শুধু আলঝেইমার্স রোগের ক্ষেত্রেই কাজ করে, ডিমেনশিয়ার অন্য কোন ধরণ যেমন ভাস্কুলার ডিমেনশিয়ায় এটি কার্যকর নয়।

পরীক্ষায় এই ওষুধটি রোগের গতি এক তৃতীয়াংশ ধীর করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে করে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের দৈনন্দিন নানা কাজ, যেমন খাবার তৈরি করা বা কোন শখ উপভোগ করার মতো সুযোগ বেশি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন যুক্তরাজ্যের এমন কয়েক ডজন মানুষের মধ্যে মাইক কলি একজন, তার বয়স ৮০ বছর। তিনি এবং তার পরিবার বিশেষভাবে বিবিসির সাথে কথা বলেছেন।

লন্ডনের একটি ক্লিনিকে প্রতিমাসে একবার এই ওষুধ ধীরে ধীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকেন। তিনি দাবি করেন, আপনার এ পর্যন্ত যত ভাগ্যবান মানুষের সাথে দেখা হয়েছে তার মধ্যে তিনি একজন।

এই পরীক্ষা শুরু করার কিছু দিন আগে মাইক এবং তার পরিবারের সদস্যরা খেয়াল করেন যে, তিনি তার স্মৃতি মনে করা এবং সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ছেন।

তার ছেলে মার্ক বলেন যে, শুরুতে এই বিষয়টা দেখা খুবই কষ্টকর ছিল। তথ্য প্রক্রিয়া করতে এবং সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে সে যে ধরণের সমস্যার মুখে পড়ছিল তা দেখাটা খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন তার সমস্যাটা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে, এটি আর খারাপ হচ্ছে না।

কেন্টের বাসিন্দা মাইক বলেন, আমি প্রতিদিনই আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী অনুভব করি। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এলি লিলির তৈরি করা ডোনানেমাব ওষুধটি লিকানেমাব নামে আরেকটি ওষুধের মতোই কাজ করে। লিকানেমাব ওষুধটি তৈরি করেছিল এইসাই এন্ড বায়োজেন নামে ওষুধ কোম্পানি। তাদের ওষুধটি এই রোগের চিকিৎসায় কার্যকর প্রমাণিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে এটি সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল। অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক হলেও এই ওষুধগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়।

ডোনানেমাবের পরীক্ষায় এক তৃতীয়াংশ রোগীর মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। বেশিরভাগের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন ধরণের উপসর্গ প্রকাশিত হওয়ার আগেই এটি প্রতিকার করা সম্ভব হয়েছিল। তবে দুইজন স্বেচ্ছাসেবী এবং সম্ভবত আরো একজনের মস্তিষ্ক মারাত্মক ফুলে উঠার কারণে পরীক্ষা চলাকালীন মারা গেছেন। আরেকটি অ্যান্টবডি ড্রাগ যার নাম ছিল আদুকানুমাব, সুরক্ষা ইস্যুতে সেটি সম্প্রতি ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রকরা বাতিল করে দিয়েছেন। এছাড়া ওই ওষুধটি যে রোগীদের উপর কাজ করছিল তারও কোন প্রমাণ ছিল না।

ডিমেনশিয়া কী এবং এটি হলে কী করবেন?

ডোনানেমাব ওষুধের পরীক্ষার সময় গবেষকরা ৬০ থেকে ৮৫ বছর বয়সী ১৭৩৬ জন মানুষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, যারা আলঝেইমার্সের প্রাথমিক স্তরে ছিল।

এদের অর্ধেককে মাসে একবার করে ধীরে ধীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে এই ওষুধ দেয়া হয়েছে। আর বাকি অর্ধেক মানুষকে ওষুধের মতো একটি তরল দেয়া হয়েছে যা প্ল্যাসেবু নামেও পরিচিত। অর্থাৎ এমন একটি ওষুধ যাতে আসলে কোন সক্রিয় ওষুধি উপাদান নেই যেমন চিনির বড়ি ইত্যাদি। পুরো প্রক্রিয়া চলেছে ১৮ মাস ধরে।

এর থেকে যা পাওয়া গেছে তা হলো ঃ

এই ওষুধটির কিছু সুবিধা রয়েছে, অন্তত কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এটি কাজ করেছে। যারা এই রোগটির প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন এবং যাদের মস্তিষ্কে অ্যামিলইড নামে এক ধরণের প্রোটিনের পরিমাণ কম ছিল তাদের উপর এই ওষুধ বেশি কার্যকর ছিল। মস্তিষ্ক স্ক্যান করে সেটি পরিষ্কার দেখা গেছে।

যাদেরকে এই ওষুধ দেয়া হয়েছিল তারা তাদের দৈনন্দিন নানা কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছেন। যেমন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, ফোনকলের উত্তর দেয়া বা কোন শখ পূরণ করা।

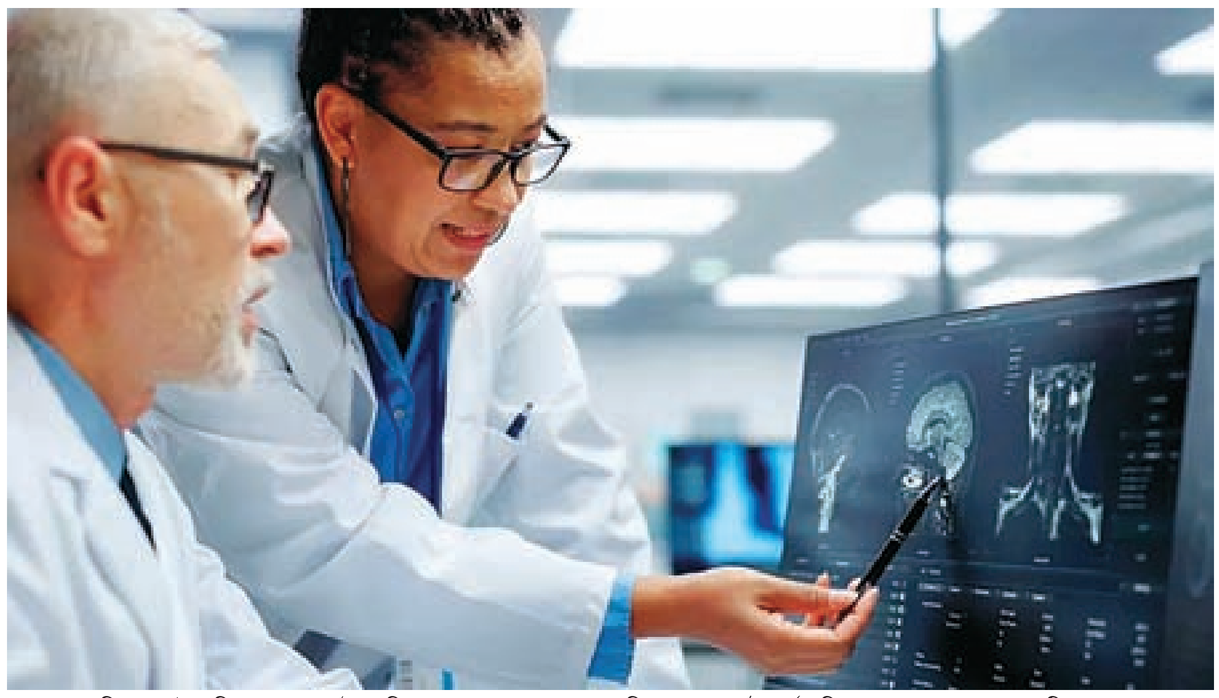

আক্রান্ত ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কাজ কতটা চালিয়ে যেতে পারেন তার মাধ্যমে রোগের গতি নির্ণয় করা হয়। সেই গতি এই ওষুধ নেয়ার ফলে সার্বিকভাবে ২০-৩০ শতাংশ ধীর হয়েছে বলে গবেষকরা জানাচ্ছেন। একই সাথে যেসব রোগী এই ওষুধের প্রতি ভাল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে রোগের গতি ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত ধীর হয়েছে বলে ধরা হচ্ছে

ডোনানেমাব গ্রহণকারী রোগীদের অর্ধেকই এক বছর পর চিকিৎসা নেয়া ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ ওই ওষুধ তাদের মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

আলঝেইমার্স মতো জটিল রোগের ক্ষেত্রে অ্যামিলইড একটি মাত্র অংশ। তাই দীর্ঘ সময়ে এই চিকিৎসা আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখবে কিনা তা নিয়ে সতর্ক রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলছেন, এই ওষুধেদর প্রভাব হয়তো মোটামুটি, কিন্তু এর মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মস্তিষ্ক থেকে অ্যামিলইড সরিয়ে ফেলা সম্ভব হলে তা আলঝেইমার্সের গতি পাল্টে দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে এতে আক্রান্ত রোগীরা ঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে পুরোপুরি সেরেও উঠতে পারে।

যুক্তরাজ্যের ডিমেনশিয়া গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক গিলস হারডিংহাম বলেন ঃআজ এই ফল পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেখে দুর্দান্ত লাগছে।

আইলঝেইমার্সের চিকিৎসার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি, তাই এই খাতে বাস্তব অগ্রগতি ঘটতে দেখাটা আসলেই অনেক উৎসাহব্যঞ্জক।

যুক্তরাজ্যের আলঝেইমার্স রিসার্চ এর গবেষক ডা. সুসান কোলহাস বলেন ঃআজকের ঘোষণা আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করলো।

দশকের পর দশক ধরে চলা গবেষণাকে ধন্যবাদ, ডিমেনশিয়া নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষ ও সমাজের উপর এর প্রভাব অবশেষে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আমরা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছি যেখানে আলঝেইমার্স রোগ নিরাময়যোগ্য হতে পারে।

বিবিসির রেডিও ফোর এর এক অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন, এনিয়ে আরো গবেষণায় বিনিয়োগ করা উচিত। এই ওষুধকে তিনি 'স্ট্যাটিন অব ব্রেইন' বা মস্তিষ্কের ধমনী পরিষ্কারক বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা এমন একটি বড়ি চাই যা মস্তিষ্ক এমন ধরণের প্রোটিন গঠিত হয় এমন মানুষ প্রতিদিন বা সপ্তাহে এক দিন নিতে পারে যাতে করে এই প্রোটিন তাদের মস্তিষ্ক থেকে দূর করা যায় এবং এর মাধ্যমে ডিমেনশিয়ায় পরিণত হয় এমন রোগেরও ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

নতুন ধরণের চিকিৎসা চালু করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে মি. ক্যামেরন বলেন, এটার জন্য সত্যিকারেই একটি প্রণোদনা ছিল।

আমরা ছয় কোটি মানুষের দেশ, যার মধ্যে ১০ লাখ মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত, যাদের মধ্যে অনেককেই অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসাসেবার আওতায় রাখা হয়েছে। কাজেই মানুষকে কার্যকর চিকিৎসা দেয়ার জন্য প্রচুর সঞ্চয় করতে হবে....আমি আশাবাদী যে আমাদের সিস্টেম হয়তো এটা সরবরাহ করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রে লাইসেন্স পাওয়া লাকানেমাব ওষুধের দাম প্রায় ২৭৫০০ মার্কিন ডলার।

তবে ডোনানেমাব এর দাম কেমন হবে এবং যুক্তরাজ্যে এটি অনুমোদন পেতে আরো কতদিন লাগবে তা এখনো পরিষ্কার নয়।

কিন্তু আলঝেইমার্স বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুটি ওষুধ থাকলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে দামের উপর প্রভাব ফেলবে।

যুক্তরাজ্যের ওষুধের ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান এনআইসিই বলেছে, আলঝেইমার্স রোগের কারণে সৃষ্ট মৃদু ডিমেনশিয়া এবং যৌক্তিক আচরণের সমস্যা বিষয়ক চিকিৎসায় ডোনানেমাবকে অনুমোদন দেয়া নিয়ে এরইমধ্যে কাজ শুরু করেছে তারা।

আমাদের লক্ষ্য হল যুক্তরাজ্যে এটির লাইসেন্স পাওয়ার সাথে সাথে যাতে এটি এনএইচএস-এ এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তার জন্য সুপারিশ করা, বলেন একজন মুখপাত্র।

এপ্রিলে মাইক কলির বয়স ৮০ হয়েছে। তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনি ৪০ জন অতিথির সামনে 'মাই ওয়ে' গানটি গেয়ে পরিবারের সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন।

তিনি বিবিসি নিউজকে বলেন,আমার এখন এরকমই আত্মবিশ্বাস আছে। আমি ১২ মাস আগেও এটা করতে পারতাম না।

তার ছেলে মার্ক বলেন,আামি কখনো ভাবিনি যে আমার বাবাকে আবার এতোটা প্রাণবন্ত দেখবো। এটি অসাধারণ একটা মুহূর্ত।

যুক্তরাজ্যের নিউরোরেডিওলজিস্ট কনসালটেন্ট এবং রিকগনিশন হেলথ এর মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডা এমির ম্যাসসুইনি ডোনানেমাব ওষুধের পরীক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন,এটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় অগ্রগতি গুলোর মধ্যে একটা।

আলঝেইমার্স সোসাইটি বলেছে,আলঝেইমার্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এটি আসলেই একটি নতুন মোড় এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে এই রোগের গতি ধীর করে দেয়া সম্ভব।

আলঝেইমার্সের চিকিৎসায় নতুন উদ্ভাবিত এই ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি পেলে যুক্তরাজ্যের প্রায় সাত লাখ ২০ হাজার মানুষ উপকার পেতে পারে। কিন্তু আলঝেইমার্স সোসাইটি বলছে যে, এনএইচএস খুব সাধারণভাবে এটা সরবরাহ করতে প্রস্তুত নয়।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেইট লি বলেন,সময় মতো সঠিক চিকিৎসাই চাবিকাঠি, এবং বর্তমানে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাত্র দুই শতাংশ মানুষ এই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা পাচ্ছেন।

এর পাশাপাশি, আলঝেইমার্সের এই নতুন উদীয়মান ওষুধগুলো নিয়মিত ইনজেকশনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণে থাকার দরকার হয়, আর এনএইচএস এখনই এতো বিশালাকারে এই সেবা দিতে প্রস্তুত নয়।

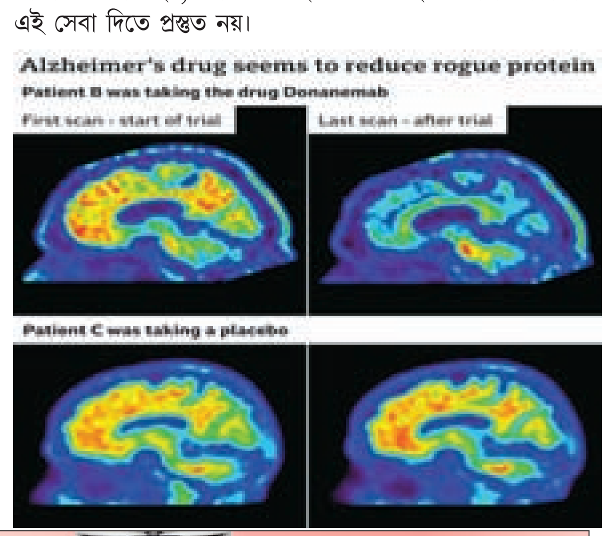

টুকরো খবর

'পাকিস্তানী ভাবিকে' জেরা করেছে ভারতের সন্ত্রাস দমন ইউনিট

লখনউঃ পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসা আলোচিত সীমা হায়দারকে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা জেরা করেছে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন ইউনিট। এছাড়া তার ভারতীয় স্বামী এবং শ্বশুরকেও জেরা করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাদের একটি 'সেফ হাউস'-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।এর আগে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশের দায়ে পুলিশ তাকে এবং তার ভারতীয় স্বামী সচিন মীনাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও পরে আদালত তাদের জামিন দেয়। সোমবার তাদেরকে তুলে নিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন ইউনিট। প্রায় ঘন্টা ছয়েক জেরা করার পরে মঙ্গলবার সকালে আবারও মিজ হায়দার, মি. মীনা এবং তার বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যান সন্ত্রাস দমন ইউনিটের কর্মকর্তারা। তার সঙ্গে পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর কোনও যোগাযোগ আছে কী না, সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানাচ্ছে গোয়েন্দা সূত্র। মিজ হায়দারের পাকিস্তানী পরিচয়পত্র সেদেশে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে বলেও জানা যাচ্ছে। সন্ত্রাস দমন ইউনিটের এক কর্মকর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তবে তিনি এটাও জানিয়েছেন যে সীমা হায়দারকে হেফাজতে নেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানে থাকার সময়েই মোবাইলে পাবজি খেলতে গিয়ে দিল্লী লাগোয়া নয়ডার বাসিন্দা সচিন মীনার সঙ্গে আলাপ জয় বিবাহিত সীমা হায়দারের। সেই পরিচিতি গড়ায় প্রেমে, শেষ পর্যন্ত মি. মীনাকে বিয়ে করার জন্য নেপাল হয়ে ভারতে চলে আসেন মিজ. হায়দার। চার সন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন তিনি। সীমার পাকিস্তানী স্বামী বর্তমানে সৌদি আরবে থাকেন।

মিজ. হায়দার বিবিসিকে জানিয়েছিলেন যে তারা নেপালে বিয়ে করেছেন এবং তিনি ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হয়ে গেছেন। তিনি গুপ্তচর কী না এ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ার পর থেকে বারেবারেই মিজ হায়দার সেই অভিযোগ অসত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে একমাত্র সচিন মীনার প্রেমের টানেই তার ভারতে চলে আসা। তবে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মনে করছেন, সীমা হায়দারের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি পাচ্ছেন তারা, তাই সন্দেহ বাড়ছে। গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে প্রথম দিন সীমা হায়দারকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, তার মধ্যে করাচী থেকে দুবাই যাওয়া আর সেখান থেকে নেপালে আসা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে তাকে।

সেখানে কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি, কারা তার ভ্রমণের নথিপত্র বানিয়ে দিল, কোন নম্বর থেকে তিনি পাবজি গেমের একাউন্ট খুলেছিলেন, মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি কী করে ভাল হিন্দি আর ইংরেজি বলেন, এসব তথ্যই জানতে চাওয়া হয়েছে তার কাছে। এছাড়াও তার পরিবারের কেউ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত কী না, তাও জানতে চাওয়া হয় মিজ হায়দারের কাছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে যে সীমা হায়দারের ব্যাপারে সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল ভারতের একটি আধাসামরিক বাহিনী, যারা নেপাল-ভারত এবং ভারত-ভূটান সীমান্তে নজরদারির কাজ চালায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, কীভাবে একজন পাকিস্তানী নাগরিক ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে চলে এল, পুলিশ কেন ধরতে পারল না আর দীর্ঘদিন ধরে কীভাবে এরকম একজন নারী উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এলাকায় বসবাস করছেন, সব তথ্যই জানতে চাওয়া হয়েছে এসএসবি এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে।

নেপাল আর ভারতের মধ্যে চলাচল করতে ওই দুই দেশের নাগরিকদের কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। কিন্তু সীমা হায়দার একজন পাকিস্তানী নাগরিক হয়ে কী করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশে এলেন, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই।

সীমা হায়দার নিজে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, যে তিনি এক ট্র্যাভেল এজেন্টের মাধ্যমে প্রথমে করাচী থেকে দুবাই যান, সেখান থেকে নেপাল হয়ে ভারতে পৌঁছন।

পাবজি খেলতে খেলতেই বন্ধুত্ব হয় আমাদের। তারপরে কথাবার্তা শুরু হয়। সারাদিন, সারারাতও কথা হত আমাদের। তারপরে আমি ঠিক করি যে ভারতে চলে আসব। কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে কীভাবে ভারতে আসা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী এক ট্র্যাভেল এজেন্টের মাধ্যেম দুবাই, সেখান থেকে নেপালে আসি। সেখানেই বিয়ে হয় আমাদের। তারপর বাসে করে ভারতে আসি, জানিয়েছেন সীমা হায়দার।

তিনি এও দাবী করেছিলেন যে তার পাকিস্তানী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে মিজ হায়দারের স্বামী গুলাম হায়দার বিবিসিকে জানিয়েছিলেন যে মিজ. হায়দার অসত্য বলছেন, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নি। তার কথায়, ঈদের পরে বাচ্চারা আমার কাছে আসতে চেয়েছিল, তাই আমি তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দিই অনলাইনে আবেদন করে। আমার যদি বিবাহ বিচ্ছেদই হয়ে গিয়ে থাকবে, তাহলে কেন আমি ২০২৩ সালে ওদের হয়ে পরিচয়পত্রের আবেদন করতে যাব? মি. হায়দার চাইলেও তার পরিবার অবশ্য চায় না যে মিজ হায়দার পাকিস্তানে ফিরে আসুন। কিন্তু মিজ হায়দার বিবিসিকে বলেছেন, আমি নিজের গলা কেটে ফেলব, বিষ খাব। কিন্তু আমি ফিরে যাব না।

অন্যদিকে সীমা হায়দারকে ভারত থেকে ফিরিয়ে না দেওয়া হলে হিন্দুদের ওপরে হামলা হবে, এরকম একটা হুমকি দেওয়ার পরে সিন্ধ প্রদেশের একটি হিন্দু মন্দিরে রকেট হামলা হয়েছে গত রবিবার বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

সীমা হায়দার আর সাচিন মীনার ঘটনাটি জানাজানি হয় এক আইনজীবির মাধ্যেম। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার ওই আইনজীবিকে উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে লিখেছিল যে কীভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে আইনী পরামর্শ নিতে মিজ. হায়দার এবং মি. মীনা তার কাছে গিয়েছিলেন।

ওই আইনজীবি জানিয়েছেন, ওই নারীর কাছে পাকিস্তানের পরিচয়পত্র আছে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানান যে তার স্বামী তার ওপরে অত্যাচার করতেন আর বছর চারেক তার স্বামীর সঙ্গে দেখাও হয় নি। তারা এও জানতে চাইছিলেন যে ভারতে কীভাবে বিয়ে করা যেতে পারে। আমি মিজ হায়দারের কাছে ভারতের ভিসা দেখতে চাই। তখনই তিনি বেরিয়ে যান। আমিই পুলিশকে খবর দিয়েছিলাম এঁদের ব্যাপারে, জানিয়েছিলেন ওই আইনজীবি। এরপরেই প্রথমবার সীমা হায়দার, সাচিন মীনা আর তার বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি বৃহস্পতিবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:07:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

আওয়ামী লীগের জন্য ১৪ দলীয় জোট এখন আর কতটা প্রয়োজনীয়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন ১৪ দলীয় জোটের নেতারা। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গত পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মতো দীর্ঘদিনের জোট সঙ্গী ১৪ দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন বুধবার সন্ধ্যায়। এ বৈঠকে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে আশা করছেন জোট নেতাদের অনেকে। এ জোটের বৈঠক এমন সময় হতে যাচ্ছে,

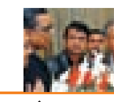

যখন আগামী নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপের পাশাপাশি দেশের ভেতরেও 'সরকারের পদত্যাগের এক দফা' দাবিতে ধারাবাহিক আংেদালনের নানা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো। এমন প্রেক্ষাপটে ১৪ দলের নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বলছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। যদিও ১৪ দলের মধ্যে মাত্র চারটি দলের সংসদে প্রতিনিধিত্ব আছে এবং বেশিরভাগ দলেরই ভোটের পরিসংখ্যানে খুব একটা শক্ত অবস্থান দেখা যায় না।

উত্তর কোরিয়ায় ঢুকে পড়া আমেরিকান এই সৈন্য কে?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক কোন অনুমতি ছাড়াই দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ায় অনুপ্রবেশ করায় আটক হয়েছে, জাতিসংঘ সূত্র এই তথ্য জানায়।

কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন যে,২৩ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি একজন প্রাইভেট সেকেন্ড ক্লাস পদমর্যাদার মার্কিন সেনা সদস্য। তার নাম ট্র্যাভিস কিং।

টুইটারে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ জানিয়েছে, আমরা ধারণা করছি তিনি বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার হেফাজতে আছেন এবং এই ঘটনার সমাধানে আমরা কোরিয়ান পিপলস আর্মির (কেপিএ) সাথে কাজ করছি।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর বলেছে যে, তারা তাদের সেনা আটকের ঘটনায় বেশ উদ্বিগ্ন এবং তারা এই পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা সিবিএস নিউজকে জানিয়েছেন, কিং সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি কারাগারে আটক ছিলেন। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছিল।

এজন্য এক সপ্তাহ আগে তাকে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা ঘাঁটি ক্যাম্প হামফ্রেস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার বিমানে আর ওঠেননি। দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচেন বিমানবন্দরের কাস্টমস থেকেই হঠাৎ গায়েব হয়ে যান।

তিনি কোনোভাবে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে জয়েন্ট সিকিউরিটি এরিয়ায় (জেএসএ) সীমান্ত সফরে যোগ দেন। যা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৫৪ কিলোমিটার দূরে।

ওই সফরের সময়ই সীমান্ত অতিক্রম করেন তিনি। এর পর থেকে তার সঙ্গে কারও কোনও যোগাযোগ হয়নি।

কোরিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন বাহিনী ঘটনাটি তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন একজন সিনিয়র আমেরিকান কমান্ডার। উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে উত্তেজনার মধ্যেই এই সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়টি সামনে এলো।

কোরীয় উপদ্বীপে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বাড়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের জন্য এই ঘটনা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার কারাগারে সাধারণত মার্কিন বন্দীদের সাথে নৃশংস আচরণ করা হয়। ২০১৮ সালে, উত্তর কোরিয়া একজন আমেরিকান কলেজ ছাত্রকে মুক্তি দেয়, যিনি একটি হোটেল থেকে ব্যানার চুরির জন্য বন্দী হয়েছিলেন। তিনি কোমায় থাকা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং পরে মারা যান।

১৯৯৬ সাল থেকে উত্তর কোরিয়া বেশ কয়েকবার মার্কিন নাগরিকদের আটক করেছে। তাদের মধ্যে পর্যটক, বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিক ছিলেন।

২০১৭ সালের জুলাইয়ে, মার্কিন সরকার তাদের নাগরিকদের উত্তর কোরিয়ায় যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল।

মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা পরে সিবিএসকে বলেন যে ওই সেনা কর্মকর্তা 'ইচ্ছাকৃতভাবে' সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এর পেছনে কারণ সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি। এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসির মার্কিন পার্টনার সিবিএস নিউজকে ওই মার্কিন নাগরিকের সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনাটি জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওই ব্যক্তি তাদের ৪৩ জনের ট্যুর গ্রুপের একজন সদস্য ছিলেন। সীমান্তে পৌঁছাতেই তিনি কিছু ভবনের মধ্যে দিয়ে উত্তর কোরিয়ার সীমান্তের দিকে দৌড়ে যান এবং জোরে 'হা হা হা' করে হাসতে থাকেন।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি হয়তো রসিকতা করছেন, কিন্তু যখন তিনি আর ফিরে আসেননি, আমি বুঝতে পারলাম এটি নিছক কোন রসিকতা ছিল না, এবং তারপরে সবাই এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

তবে তিনি যখন সীমান্ত পার হচ্ছিলেন তখন ওইপারে উত্তর কোরিয়ার সেনাদের দৃশ্যমান দেখা যায়নি বলে তিনি জানান।

১৯৫৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে কোরিয়ান যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এখনও দক্ষিণ কোরিয়ায় তাদের সেনা মোতায়েন রেখেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৮ হাজার আমেরিকান সেনা মোতায়েন রয়েছে এটি জাপান এবং জার্মানির পরে আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম বিদেশী সামরিক উপস্থিতি। দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটিও রয়েছে। সেখানে মার্কিন সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, এটি একটি নিরাপত্তা জোটের অংশ যা ৫০ এর দশকে কোরিয়ান যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই তৈরি হয়েছিল।

৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া তাদের অংশীদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে। কারণ যুদ্ধবিরতি যুদ্ধ বন্ধ করলেও কোরিয়ান যুদ্ধ আসলে শেষ হয়নি।

উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং এর মিত্রদের মধ্যে বিরোধের অবসানে এখনও কোন চুক্তি হয়নি।

এবং উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া উভয়ের জন্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি ঘন ঘন তার ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা পরীক্ষা করে এবং তার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির বিকাশের জন্য কাজ করছে।

২০২০ নির্বাচনের মামলায় গ্রেফতার হতে পারি ঃ ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, ২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারি মার্কিন সংসদ ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গা তদন্তে এবং ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করার দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে তিনি মনে করছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি বলেছেন, রোববার রাতে সরকারের বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ তাকে জানিয়েছেন যে তাকে লক্ষ্য করে তাদের তদন্ত চলছে।

মি. ট্রাম্প তার পোস্টে জানিয়েছেন যে একটি গ্র্যান্ড জুরির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ সময়েই যার অর্থ গ্রেপ্তার এবং অভিযোগনামা দায়ের।

তবে এনিয়ে বিশেষ কৌঁসুলি তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমের প্রশ্নের কোন জবাব দেননি।

কথিত ফৌজদারি অপরাধের জন্য মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এটি হবে তৃতীয় কোন অভিযোগ।

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে গোপনীয় সরকারি দলিল অপব্যবহারের অভিযোগ, যার জন্য মি. স্মিথের আইনজীবী দল গত জুন মাসেই সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

এর বাইরে, মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে নিউইয়র্কে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের মুখ বন্ধ রাখার জন্য তাকে গোপনে অর্থ প্রদানের ব্যাপারে মিথ্যাচারের অভিযোগও আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সেই মামলাটিতে বিচার শুরু হবে আগামী বছর মার্চ মাসে।

অন্যদিকে, গোপন দলিল সংক্রান্ত মামলার তারিখ ঠিক করা নিয়ে প্রেসিডেন্টের আইনজীবীরা এখনও সরকারি কৌঁসুলিদের সাথে দরকষাকষি করছে। তার নিজস্ব ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে মি. ট্রাম্প দাবি করেছেন, তাকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে আমি ৬ই জানুয়ারির গ্র্যান্ড জুরি তদন্তের একটি টার্গেট, এবং আমাকে গ্র্যান্ড জুরির কাছে আত্মসমর্পণের জন্য মাত্র চার দিন সময় দেয়া হয়েছে, সবসময় যার অর্থ গ্রেপ্তার এবং অভিযোগনামা দায়ের।

মি. ট্রাম্প গত শরত মৌসুমে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবেন ঘোষণার পরপরই মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড মি. স্মিথকে বিশেষ কাউন্সেল পদে নিয়োগ করেন।

তার দায়িত্ব হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়ার পর মি. ট্রাম্প কীভাবে গোপনীয় দলিলের অপব্যবহার করেছেন, কীভাবে ৬ই জানুয়ারি ক্যাপিটল আক্রমণে সমর্থন দিয়েছেন এবং কীভাবে মি. ট্রাম্প ও তার উপদেষ্টারা ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলকে উল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা খতিয়ে দেখা।

ছয়ই জানুয়ারির ঘটনা নিয়ে মি. স্মিথের তদন্তে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানিসহ ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েক ডজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এবং সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

পাশাপাশি, ২০২০ সালের নির্বাচন নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদেরও বক্তব্য নেয়া হয়, যেখানে তারা জানিয়েছেন যে ফলাফল বাতিল করার জন্য মি. ট্রাম্প তাদের ওপর চাপ দিয়েছিলেন।

সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কোন্ নির্দিষ্ট ফৌজদারি লঙ্ঘনগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে রাষ্ট্রের বিশেষ কৌঁসুলির কার্যালয় তা নিয়ে কোন বক্তব্য দেয়নি।

অ্যাটর্নি জেনারেল মি. গারল্যান্ড জ্যাক স্মিথকে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ক্ষমতার বৈধ হস্তান্তরে হস্তক্ষেপ করার কিংবা ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের সার্টিফিকেট প্রদানে হস্তক্ষেপ প্রচেষ্টার তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে রাজনৈতিক সহিংসতার স্থান নেই, হিরো আলমের ওপর হামলা প্রসঙ্গে ম্যাথিউ মিলার

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সহিংসতার যেকোনো প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে এবং সহিংসতায় যুক্ত অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (১৭ জুলাই) ওয়াশিংটনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনের সময় হিরো আলমের ওপর হামলার বিষয়টি তুলে ধরেন। ম্যাথিউ মিলার আরো বলেন, আমি বলবো, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। আমরা আশা করি বাংলাদেশ সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবে এবং আমরা এটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে, বনানীর একটি ভোটকেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। বিকালে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল ভোটকেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় হিরো আলমের ওপর হামলা করা হলে, হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরেন তিনি।

'ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ভারতের বিরোধী জোট

ব্যাঙ্গালোর (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে কংগ্রেসসহ দেশের ২৬টি বিরোধী দলের নেতারা মিলে তাদের জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' হবে বলে ঘোষণা করেছেন।

এই 'ইন্ডিয়া' শব্দটির পুরো কথাটা হল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। ব্যাঙ্গালোরে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলোর বৈঠকের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে আজ মঙ্গলবার বিরোধী জোটের এই নামকরণ চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক নেতা জানিয়েছেন, আলোচনায় কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীই প্রথম এই 'ইন্ডিয়া' নামটি সুপারিশ করেছিলেন।

বৈঠক শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার বিকেলে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, এনডিএ আর বিজেপি ‑ আপনাদের কি ক্ষমতা আছে আমাদের ইন্ডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার? ওই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, পাটনা ও ব্যাঙ্গলোরের পর বিরোধী দলগুলোর পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইতে।

সেখানে বিরোধী শিবিরের মধ্যে নানা বিষয়ে সমন্বয় স্থাপনের জন্য ১১জন সদস্যকে নিয়ে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটিও গঠন করা হবে।

আজকের সাংবাদ সম্মেলনে মি. খাড়গে ও মিস ব্যানার্জি ছাড়াও আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শিবসেনার (উদ্ধব গোষ্ঠী) নেতা উদ্ধব ঠাকরে ও সাবেক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধীও ভাষণ দিয়েছেন।

মঞ্চে ছিলেন এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার কিংবা সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও।

তবে যে ২৬টি বিরোধী দল আলোচনায় অংশ নিয়েছিল, তার বেশ কয়েকটির নেতাদের ওই সভায় দেখা যায়নি। মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি করেন, ফেরার বিমান ধরার তাড়া ছিল বলেই কয়েকজন সেখানে থাকতে পারেননি।

তবে 'ইন্ডিয়া' নামের এই বিরোধী জোটের নেতা কে হবেন বা প্রধানমন্ত্রী পদে তাদের কোনও একজন প্রার্থী থাকবে কি না ‑ এই প্রশ্ন বিরোধী নেতারা সবাই এড়িয়ে গিয়েছেন।

'কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রিত্ব চায় না'

তবে বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দল (কংগ্রেস) প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আদৌ উৎসুক নয়। রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা ছিল, এর আগে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের যিনি চেয়ারপার্সন ছিলেন, সেই সোনিয়া গান্ধীকে এই নতুন বিরোধী জোটেরও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি (ইউ) দলের নেতা নীতিশ কুমারকে জোটের আহ্বায়ক করা হতে পারে বলেও অনেকে ধারণা করছিলেন।

তবে এদিন শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা আসেনি।

পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন, এখনই জোটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোনিয়া গান্ধীকে ঘোষণা করা হলে সেটা বিরোধীদের মধ্যে মতভেদ উসকে দিতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত 'ইন্ডিয়া' জোট কোনও নেতার নাম ঘোষণা করেনি।

এর আগে গত মাসের ২৩ তারিখ বিহারের রাজধানী পাটনাতে জেডি(ইউ) দলের নেতা ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের ডাকে বিরোধী দলগুলো তাদের প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়েছিল।

ব্যাঙ্গালোরে বিরোধী শিবিরের দু'দিনব্যাপী এই বৈঠক ছিল তারই পরবর্তী পদক্ষেপ, তবে এবারের এই বৈঠকের মূল আহ্বায়ক দল ছিল কংগ্রেস।

রবিবার থেকেই বিরোধী নেতানেত্রীরা ব্যাঙ্গালোরে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন। সোমবার রাতে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার দেওয়া নৈশভোজের মধ্যে দিয়েই ঘরোয়াভাবে তাদের আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সাবেক প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীও ওই নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে সেখানে অতিথিদের আপ্যায়নও করেন।

মঙ্গলবার দুপুরে এই বৈঠকে যোগ দেওয়া মোট ২৬টি দল আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসে, যেখানে প্রস্তাবিত বিরোধী জোটের রূপরেখা এবং বিরোধী শিবিরের নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই আলোচনাতেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিকল্প হিসেবে বিরোধী জোটের এই 'ইন্ডিয়া' নামটি স্থির করা হয়।